হত্যা, সন্ত্রাস অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হত্যা, সন্ত্রাস, অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশে একদল সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান নেতৃত্ব তৈরি করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী এই কাফেলা দেশের হতাশ যুব সমাজের জন্য এক আশার আলোকবর্তিকা। অভিভাবকমহল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে দায়িত্ব নেয়নি শিবির সে দায়িত্ব পালন করছে। আর সে কারণেই শিবির বার বার অপশক্তির হামলার শিকার হয়েছে। সামনের দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলা শিবিরের গতিকে রুদ্ধ করতে বার বার বেছে নেয়া হয়েছে হত্যা, নির্যাতন আর অপপ্রচারের পথ। ১৯৭৭ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে ১১১ জন শিবির নেতা-কর্মীকে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। আহত বা পঙ্গু করা হয়েছে আরো অসংখ্য নেতা-কর্মীকে। আওয়ামী সরকারের আমলে যার রাশ বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ।

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে একক আধিপত্য তৈরি করার জন্য ওঠে-পড়ে লাগে। জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এই ফ্যাসিস্ট সরকার শুরু থেকেই দলীয় মাস্তান, ক্যাডার বাহিনী আর ছাত্র নামধারী অছাত্র চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের দিয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নীল নকশায় মেতে ওঠে। জনগণের পয়সায় লালিত পুলিশ বাহিনীকে পরিণত করে দলীয় বাহিনীতে। সারাদেশে হত্যা ও সন্ত্রাসের যে ধারাবাহিকতা আওয়ামী লীগ শুরু করেছে তার প্রধান টার্গেটে পরিণত হয় ইসলামী ছাত্রশিবির। এই সরকারের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীদের হাতে এ পর্যন্ত ২৩ জন শিবির নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী রগ কেটে, চক্ষু নষ্ট করে, হাত-পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পঙ্গু করে দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের অসংখ্য নেতা-কর্মীকে।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস দেশকে এক চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্প্রতিকালে সংঘটিত কতগুলো ঘটনা প্রমাণ করছে এই সরকার দেশকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। প্রধানমন্ত্রী এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন ভাষায় কথা বলছেন যেন বিরোধী দলকে সমূলে বিনাশ করাই এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে সংঘটিত চট্টগ্রামে আট খুন এবং তাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের এক নীল নকশা নিয়ে কাজ করছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে রেডিও, টেলিভিশন এবং আওয়ামী ও বিদেশী টাকায় পরিচালিত এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে নগ্ন মিথ্যাচার আর অপপ্রচারে মেতে উঠেছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতোই নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ঘটনাকে জামায়াত ও শিবিরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রকৃত খুনীদের আড়াল করার হীন চক্রান্তে লিপ্ত আওয়ামী লীগ এবং তার দোসররা। ইসলামী

www.pathagar.com

ছাত্রশিবিরের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান হারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক হারে শিবিরের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার কারণেই এই ছাত্র সংগঠনটির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। চট্টগ্রামের আট খুন এবং গোপালগঞ্জে বোমা পাওয়ার ঘটনার সাথে শিবিরকে জড়িয়ে ফ্যাসিবাদী এই সরকারের মিথ্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করার জন্যই আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি নিয়ে আপনাদের বিবেকের কড়া নাড়াতে এসেছি।

১২ জুলাই চট্টগ্রামে ৮ খুন ঃ জাতীয় দৈনিকগুলোর দৃষ্টিতে

চট্টগ্রাম মহানগরীতে **১২ জুলাই** যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জাতির কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ঘটনাটি সম্পূর্ণই ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের। যদিও একাধিক সরকার সমর্থক পত্রিকা **১৩ জুলাই** প্রকাশিত সংখ্যায় আওয়ামী লীগের সুরে সুর মিলিয়ে ঘটনার দায়ভাগ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে তাদের বিস্তারিত প্রতিবেদনসমূহ মনোযোগ সহকারে পড়লেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উল্লিখিত ঘটনার সাথে শিবিরকে জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল।

১৭ জুলাই দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, 'চট্টগ্রামে ৬ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ আটজনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা (!) - এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য দলীয় কর্মসূচির বাইরে একই দাবিতে নানা শ্রেণীর-পেশার সংগঠনকেও মাঠে নামানো হবে। জামায়াত-শিবিরকে কোনঠাসা করতে এই আন্দোলন হলেও এর পেছনে রয়েছে চার দলীয় ঐক্যজোটের বিরোধী দলীয় রাজনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ প্রয়োগ করা।"

২১ জুলাই প্রকাশিত সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় 'চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ড ঃ ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বলেছে গত ১২ জুলাই শুক্রবার চট্টগ্রামে ৬ ছাত্রলীগসহ সশস্ত্র কর্মীবাহী সাদা রংয়ের একটি মাইক্রোবাস নাসিরাবাদ এলাকা থেকে বহদ্দারহাট মোড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর থেকে আরেকটি নীল রংয়ের মাইক্রোবাস অনুসরণ করতে থাকে। সাদা মাইক্রোটি খাজা রোড দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, এস. আলম পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী কোচ মোড় ঘোরানোর কারণে সেটি আটকা পড়ে।.... যে সাদা মাইক্রোটি করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা যাচ্ছিল সেটিও তারা ছিনতাই করে এনেছিল।.... সাদা মাইক্রোবাসে নিহত ছাত্রলীগের ক্যাডারদের মৃতদেহের সঙ্গে পুলিশ অনেকগুলো আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এব্যাপারে পুলিশ ও সরকার মুখ খুলছে না। পুলিশের সূত্রগুলো বলছে এ ব্যাপারে কোন কথা বলা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। এখন প্রশ্ন হলো, অস্ত্র বোঝাই করে ছাত্রলীগের ক্যাডারবাহী সাদা মাইক্রোটি কোথায় যাচ্ছিল? সরকারের কথা-বার্তা শুনে মনে হয়, ছাত্রলীগের অস্ত্র বহন কোন অন্যায় কিছু নয়।'

www.pathagar.com

২১ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর 'কোন্দল মিটিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের ঢাকায় যেতে বলেছেন শেখ হাসিনা' শীর্ষক শিরোনামে বলা হয়, 'শিবির ক্যাডারদের (!) হাতে ৮ হত্যাকাণ্ডের পর চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের কোন্দল মেটাতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা এখন চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন।.... চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের কমিটি গঠন ও কোন্দল মেটানোর নামে ছাত্রলীগের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গ্রুপ থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগও উঠেছে।... গত ১২ বছর ধরে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করা সম্ভব হয়নি।' ২৭ জুলাই প্রকাশিত অপর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'কিন্তু পুলিশও সন্দেহমুক্ত হতে পারছেনা যে, ঠিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট দখল করার জন্য শিবির এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, নাকি অন্য কোন পক্ষ এতে জড়িত আছে। যতই সময় যাচ্ছে ততই নানা সন্দেহ সংশয় জন্ম নিচ্ছে। বিশেষ করে হত্যাকান্ডের পরপরই চট্টগ্রামে এসে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সংগঠনের কোন্দল মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় বিষয়টি মামলা তদন্তকারী সি.আই.ডি কর্মকর্তাদের ভাবিয়ে তুলেছে।'

১৭ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক সংবাদের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বিশিষ্ট কলামিস্ট মুনিরুজ্জামান লিখেন, 'যদি বলা যায় চট্টগ্রামে এই ক্যান্টনমেন্ট পলিটিক্সের কারণে চলছে লাগাতার সন্ত্রাস এবং হত্যাকাণ্ড, চট্টগ্রামে ৮ হত্যার পেছনেও একই কারণ রয়েছে, আমি নিশ্চিত যে, 'মুক্তিযুদ্ধের শক্তির ওপর রাজাকার জামাত-শিবিরের হামলার কারণেই ৬ জন ছাত্রলীগ কর্মীসহ ৮ জনকে প্রাণ দিতে হলো'- এ ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত না করার কারণে অনেকেই নাখোশ হবেন। কেউ কেউ হয়তো আমাকে জামাত-শিবিরের দালাল বলতেও পিছপা হবেন না। ইতোমধ্যে অনেকে বলেছেন, শিবিরের ক্যাডাররা এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সৈনিকদের হত্যা করছে এই স্বাধীন বাংলাদেশে আর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চেতনার সরকার কি ঘাস কাটছে? এমনও কেউ কেউ বলছেন যে, এতবড় ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল চট্টগ্রামে, ঘটাল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি অথচ মুক্তিযুদ্ধের সরকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তির মধ্যে কোন বিকার নেই, কোন প্রতিক্রিয়া নেই এর বিরুদ্ধে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার কোন চেষ্টা নেই। স্বাধীনতার ৩০ বছর পার হয়ে যাচ্ছে, এখনো রাজাকার আলবদরদের হাতে মার খেতে হচ্ছে এটা মেনে নেয়া যায় না। ব্যাপারটা যদি এমন সহজ গাণিতিক ফর্মূলা হতো তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হলো ব্যাপারটা কি শতকিয়ার নামতার মতো যে, এক এককে এক দুই এককে দুই গুনতে গুনতে একশ পর্যন্ত পৌছানো যাবে?

চট্টগ্রামের ক্যাম্পাস সন্ত্রাস পাটি গণিতের সরল অংক নয়, জ্যামিতির জটিল এক্সট্রা। এ এক্সট্রার সমাধান না করা পর্যন্ত ক্যাম্পাস সন্ত্রাসের তল পাওয়া কঠিন। গত বুধবার (১২ জুলাই) শিবিরের হামলায় ৬ জন ছাত্রলীগ কর্মীসহ ৮ জন হত্যার ঘটনাটিকে আমরা রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা লড়াইয়ের সহজ ফর্মূলায় ফেলতে পারি সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা হবে দায়িত্ব এড়ানোর ফার্স্টক্লাস একটা দৃষ্টান্ত। (যেমনটি করা হয়েছিল রাশেদ খান মেননের হত্যা প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে।) কে না জানে প্রকৃত ঘটনা এবং প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে বিচারের সামনে দাঁড় না করিয়ে ধোঁয়াশার মধ্য থেকে আসামী ধরে বিচার করলে আসল অপরাধীদেরই মদদ করা হবে।"

www.pathagar.com

১৬ জুলাই দৈনিক প্রথম আলোতে বলা হয়, 'পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র পর্যন্ত বলছে তারা খতিয়ে দেখছে ঘটনাটি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল কি না।'

২০ জুলাই প্রকাশিত 'Mr. Home Minister please be kind to those who are alive and resign'- শীর্ষক নিবন্ধে দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়ী করে **Daily New Nation** পত্রিকায় বলা হয়, জনগণের নিরাপত্তার জন্যই তার এখন পদত্যাগ করা উচিত।

We do not appear to be uncharitable to Home Minister Muhammad Nasim. But the fact is that during his long tenure as Home Minister how messy he has been in maintaining law and order. He was merciless in using strong language against crime and criminals. People found him reassuring initially but before long it started becoming clear that his strong rhetoric was not being backed by right sense of direction for improving safety and security in public life.' (আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের প্রতি এতটা নির্দয় হতে চাই না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তার দীর্ঘ দায়িত্বকালে তিনি আইন-শৃংখলা রক্ষায় কিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সন্ত্রাস এবং অপরাধ ও অপরাধীদের ব্যাপারে বাক্য ব্যবহারে খুবই নির্দয়। জনগণ বার বার তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি শুনেছে। কিন্তু তার এই কঠোর বক্তব্য জনগণের নিরাপত্তা বিধানে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারেনি।)

২৫ জুলাই প্রকাশিত 'Bahaddarhat killing were within 25 yards of POP' শীর্ষক নিবন্ধে **Daily New Nation** পত্রিকায় বলা হয় : 'Sources said if police wanted to intervene in Bahaddarhat conflict, it was easy for them. Beacuse the killing took place only 25 yards of a police outpost. They suspect police did not intervene beacuse they could recognise the groups.

According to a police source the monitoring mobile phones of period of killing showed 90% of communications were made by BCL cadres and AL leaders. If these persons were interogated or followed, police sources say, the real killers could be identified.' (বিভিন্ন সোর্স বলেছে পুলিশ চাইলে বহদ্দারহাট হত্যাকান্ড বন্ধ করতে পারতো। কেননা পুলিশ আউটপোস্টের মাত্র ২৫ গজের মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তারা ধারণা করছে পুলিশ হস্তক্ষেপ করেনি কারণ বিবদমান দুটি গ্রুপকেই তারা শনাক্ত করতে পারতো। পুলিশের একটি সূত্র মতে হত্যাকাণ্ড ঘটার সময় পর্যবেক্ষণ করা মোবাইল ফোনের কলগুলোর ৯০ ভাগই ছিল ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের। এই সমস্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে কিংবা নজরে রাখা হলে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করা যেতে পারে।)

www.pathagar.com

Weekly Courier- এ বলা হয় : 'Some people tempt to suggest the incident was a sequel of infighting in BCL and link with the killing of three activists in a gun battle in Fatikchhari few days ago. Police said Fatikchhari fighting was between rival groups of BCL- It is apparent that things are not all well with Awami League vis-a-vis the Bahaddarhat carnage. That is why Prime Minister Sheikh Hasina flew into Chittagong Wednesday (**July 19**) for an unscheduled visit. Her visit is seen as an attempt to heal the wounds and narrow the gap created among the party leaders in Chittagong... When the real culprits remain at large, the police action against Shibir activists across the country may be the scene as bid to shift the responsibility on Jamaat. Shibir students living in college hostel and messes in different parts of the port city were evicted. Some of the hostels were sealed. Even the inmates of Madrasha hostel were not spared. Is it intended to mount pressure on the Jamaat and thus alienate it from the 4-party opposition alliance that is increasingly emmerging as a real threat to the rulling party? Time will unveil the truth.' (কিছুলোক বলছে যে ঘটনাটি ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই ধারাবাহিকতা এবং কয়েকদিন আগে ফটিকছড়িতে নিহত হওয়া তিন ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। পুলিশ বলেছে ছাত্রলীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মাঝে ঐ বন্দুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।.... এটা স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ এবং বহদ্দারহাট হত্যাকাণ্ডের মাঝে ব্যাপার খুব বেশি সুবিধার নয়। একারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯ জুলাই এক অনির্ধারিত সফরে চট্টগ্রামে যান। তার এই সফরকে দেখা হচ্ছে ক্ষত উপশম করা এবং চট্টগ্রামের নেতৃত্বের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে।... যখন প্রকৃত খুনীরা মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সারাদেশে শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশী এ্যাকশানকে ঘটনার দায়ভাগ জামায়াতের ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। বন্দরনগরীর বিভিন্ন কলেজ এবং মেস থেকে শিবির কর্মীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। এমনকি মাদ্রাসা হোস্টেলের এতিমরা পর্যন্ত এ থেকে বাদ যায়নি। এটা কি জামায়াতের ওপর চাপ প্রয়োগ ও দলটিকে ৪ দলীয় ঐক্যজোট থেকে আলাদা করার প্রয়াস যা কিনা সরকারের জন্য ক্রমশই একটি প্রকৃত হুমকি হয়ে উঠছে। সময়ই সত্য উন্মোচন করবে।)

২৯ জুলাই গ্রেফতার হওয়া ছাত্রলীগের ক্যাডার মুজিব্যার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে ১২ জুলাইয়ের ঘটনার সাথে আওয়ামী লীগই জড়িত। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পুলিশ ও সাংবাদিকদের নিকট দেয় তার সাক্ষাতকারে মুজিব্যা বলে ১২ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সাথে আ.জ.ম. নাসিরের প্রতিপক্ষ আওয়ামী গ্রুপ জড়িত।

৫ আগস্ট দৈনিক আজাদী পত্রিকায় এব্যাপারে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, ১২ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা একজন আওয়ামী চেয়ারম্যানের বাড়িতে বসে প্রণয়ন করা হয়।

www.pathagar.com

৬ আগস্ট দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায় উক্ত চেয়াম্যান পালিয়ে দুবাই যাওয়াকালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেফতার হয়। তাকে ১২ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে গ্রেফতার করা হয়। রিপোর্টটিতে আরো বলা হয় উক্ত চেয়ারম্যান একজন আওয়ামীলীগার।

একই দিনে চট্টগ্রামে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র মহিউদ্দিন চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের সাথে আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, একাধিক আন্ডার ওয়ার্ল্ড গ্রুপ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত।

১২ জুলাই সম্পর্কে জামায়াত ও শিবিরের বক্তব্য

১২ জুলাই সংঘটিত ঘটনার সাথে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবির তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করে বিভিন্ন সময়ে বক্তব্য দিয়েছে। **১৩ জুলাই ইসলামী ছাত্রশিবিরের** কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ঢাকায় অবস্থানরত সদস্যদের বৈঠকে বলা হয় : "ইসলামী ছাত্রশিবির সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান ছাত্রদের একটি সংগঠন। বিরোধিতার মোকাবেলা শিবির তার আদর্শ এবং রাজনীতি দিয়েই করে থাকে। কোন ধরণের হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি ইসলামী ছাত্রশিবিরের বৈশিষ্ট্য নয়। আজ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চট্টগ্রামে সংঘটিত ছাত্রলীগের কথিত হত্যাকাণ্ডের সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এই ঘটনা ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই ফল। বিগত কয়েক মাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের হাতে তাদের একাধিক নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। জাতীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জাতির কাছে যা পরিষ্কার হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং ছাত্রলীগের কর্মীদের উস্কে দিয়ে সারাদেশে সংঘাত, সংঘর্ষকে ছড়িয়ে দেয়ার হীন মানসেই এহেন সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। বিরোধী দলকে দমন এবং ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই শিবিরকে জড়িয়ে সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো দেশের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলা। এর পেছনে দেশদ্রোহী মহলের হাত রয়েছে। শিবিরের পরিষদ হলুদ সাংবাদিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।"

১৪ জুলাই প্রদত্ত অপর এক বিবৃতিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন :

'হত্যা, সন্ত্রাসের সোল এজেন্ট আওয়ামী বাকশালী চক্র নিজেদের ৮ জন লোককে খুন করে রক্তের পিপাসা মেটাতে পারেনি। ওরা এখন বেসামাল হয়ে জামায়াত ও শিবিরের নির্দোষ কর্মীদের ওপর চড়াও হয়েছে। ছাত্রলীগের মাস্তান বাহিনী যে তান্ডবলীলা শুরু করেছে, তার দায়ভাগ সরকারকেই বহন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, গতকাল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, নোয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, গাইবান্ধাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত ও শিবির কার্যালয়, বাসস্থান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাংচুর করে। হায়েনাদের হামলায় আহত হয়েছে

www.pathagar.com

অর্ধ শতাধিক শিবির কর্মী। বরিশালে সন্ত্রাসীরা জেলা জামায়াতের আমীর এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসভবনে হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট চালায়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের বরিশাল শহর কার্যালয় হামলা চালিয়ে কয়েক লাখ টাকার সম্পদ বিনষ্ট করে। নারায়ণগঞ্জ শহরের জামায়াত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে, বাগেরহাট জেলা শিবির কার্যালয়, পিরোজপুর জেলা মঠবাড়িয়া থানা শিবির কার্যালয় এবং নোয়াখালী জেলার সেনবাগে ইসলামী আদর্শ পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করে কুরআন ও হাদীসের গ্রন্থ পুড়িয়ে দেয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে গতকাল হামলা চালিয়ে শিবিরের ৮টি কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাট করে। বরিশাল মেডিকেল কলেজে হামলা চালিয়ে ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করে। প্রবীণ জননেতা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুস সোবহানের পাবনার বাসভবনে হামলা চালিয়ে তার বাড়ি ও গাড়ি ভাংচুর করা হয়। একদিকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাস করছে অপরদিকে পুলিশ মামলা গ্রহণ না করে ওপরের চাপের অজুহাত দিচ্ছে। অপর দিকে শিবির নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন করেছেন সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য। আমাদের জিজ্ঞাসা ছাত্রলীগ যে লাগামহীন সন্ত্রাস করছে তার মোকাবেলায় জননিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ কোথায়? আসলে এই সরকার সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক সরকারে পরিণত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলা প্রমাণ করছে এদের মধ্যে মানবিকতা ও বিবেকের ছিটেফোটা নেই। এধরণের বর্বর কর্মকান্ডের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। মানবতার শত্রু আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরে পক্ষেই সমম্ভব এহেন ঘটনা ঘটানো। শিবির নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রলীগ যা শুরু করেছে তা থেকে বিরত না হলে এর পরিণতি শুভ হবেনা। ছাত্রলীগ এভাবে হামলা চালিয়ে যাবে আর শিবির কর্মীরা নিরবে তা অবলোকন করবে সে চিন্তা সরকারের জন্য দিবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, শেখ হাসিনাকে জানয়ে দিতে চাই, শিবির কর্মীরা বুলেট, বোমা কিংবা মৃত্যুকে ভয় পায়না। সন্ত্রাসের যে পথ আওয়ামী লীগ বেছে নিয়েছে তা তার জন্যই বুমেরাং হবে।"

১৪ জুলাই চট্টগ্রামে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে শিবিরের পক্ষ থেকে অপর এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি রক্ষা করা, সন্ত্রাসের জন্য কাউকে উস্কে দেয়া নয়। মোহাম্মদ নাসিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে দেশের আইন-শৃংখলার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। মাটির নিচে থেকে সন্ত্রাসীদের বের করে নেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরও একজন সন্ত্রাসীও তিনি গ্রেফতার করতে পারেননি। এর কারণ একটাই সন্ত্রাসীরা সবাই আওয়ামী লীগের। নিজ দলের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতো চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের দায়ভাগ শিবিরের ওপর চাপানোর অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। সরকার প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য ছাত্রলীগের ঘরের কোন্দলকে শিবিরের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, আর এর মাধ্যমে সরকার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ভূমিকাকেই ইন্ধন যোগাচ্ছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের উচিত নিজের ঘর সামলানোর জন্য দলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা। নেতৃবৃন্দ সরকার ও প্রশাসনকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার মাধ্যমে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত। নেতৃবৃন্দ বলেন, একদিকে ছাত্রলীগ সন্ত্রাস করছে অপর দিকে শিবির নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে এবং অন্যায়ভাবে শিবির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সরকারের এ ধরণের নির্যাতন অব্যাহত থাকলে শিবির কর্মীরাও বসে থাকবে না। সাধারণ ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ সারাদেশে গ্রেফতারকৃত শিবির নেতা-কর্মীদের মুক্তি এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

১৫ জুলাই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ চট্টগ্রামের ঘটনার প্রেক্ষিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করে। দেশবাসীর অবগতির জন্য ১৭ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে তা বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যে বলা হয় : 'গত **১২ জুলাই** চট্টগ্রামে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে আড়াল করার জন্য জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে। আট খুনের এই বর্বরোচিত ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক, দুঃখজনক। আমি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করি ও দোষীদের শাস্তি দাবি করি এবং এজন্য অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি।'

১৩ আগস্ট ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল যথাক্রমে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ও নূরুল ইসলাম বুলবুল এক বিবৃতিতে চট্টগ্রামের 'এইট মার্ডারের' ঘটনায় গ্রেফতারকৃত গিয়াস হাজারিকা ও ইকবাল হোসেনকে শিবিরের ক্যাডার হিসেবে উল্লেখ করে অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে শিবির নেতৃবৃন্দ বলেন, গ্রেফতারকৃত গিয়াস হাজারিকা ও ইকবাল হোসেন এর সাথে শিবিরের দূরতম সম্পর্কও নেই। গ্রেফতারকৃতদের বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়েছে যে, তারা কোন ছাত্র নয় এবং শিবিরের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রেফতারকৃত গিয়াস গার্মেন্টস ব্যবসায়ী এবং কুয়াইস এলাকার আওয়ামী ছাত্র লীগের পৃষ্ঠাপোষক এবং যুব লীগের নেতা হিসেবে বহুল পরিচিত। সরকার নিজ দলের খুনীদের আড়াল করতে পুলিশকে দিয়ে গ্রেফতারকৃতদের শিবিরের ক্যাডার বলে চালিয়ে দিচ্ছে। গ্রেফতারকৃত ইকবালও শিবিরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। বহদ্দারহাটের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের গণদাবীকে উপেক্ষা করে একতরফাভাবে পুলিশী হয়রানির মাধ্যমে চট্টগ্রামের জামায়াত শিবিরকে দুর্বল করার জন্য ঘৃণ্য কৌশল অবলম্বন করছে। সরকারী মদদপুষ্ট একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এ ঘটনাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। পুলিশের কিছু সংখ্যক ঘাদানিক কর্মকর্তা আওয়ামী তোষণের নির্লজ্জ নজীর স্থাপন করছে। শিবির প্রভাবিত এলাকাসমূহে বারবার নিরীহ জনতার উপর যে নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে তা আজ ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করছে।

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে চট্টগ্রামে পুলিশী হয়রানি বন্ধ এবং যাকেই গ্রেফতার করা হউক না কেন শিবির ক্যাডার হিসেবে চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। শিবির নেতৃবৃন্দ সরকার এদেশ থেকে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সুগভির ষড়যন্ত্র শুরু করেছে তারই অংশ হিসেবে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারে জনগণ বিভ্রান্ত হবেন না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিরোধী দলের বক্তব্য

১২ জুলাই ঘটনার সাথে বিরোধীদলসহ জামায়াত ও শিবিরকে জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ এবং সারাদেশে সরকারী তাণ্ডবতার বিরুদ্ধে চারদলীয় ঐক্যজোটসহ বিরোধীদল সোচ্চার বক্তব্য রাখে।

১৪ জুলাই চট্টগ্রাম সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ, 'এইট মার্ডার' ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। যুক্ত বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে নির্মম হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব বিরোধী দলের ওপর চাপিয়ে সরকার ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের অপচেষ্টায় লিপ্ত। বিরোধী দলকে কোনঠাসা ও দুর্বল করার জন্য ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ৩০ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিবৃতিতে এজন্য নিন্দা জানিয়ে প্রকৃত হত্যাকারীদের শনাক্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, সরকার এবং তার ছাত্রসংগঠন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ন্যাক্কারজনকভাবে বাড়ি-ঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে হামলা এবং দাড়ি-টুপিধারী নিরীহ ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ ধরনের হামলা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় যেকোন পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়ী থাকতে হবে।

একই দিনে প্রদত্ত অপর এক বিবৃতিতে বি.এন.পি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া গত ১২ জুলাই চট্টগ্রামে মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের নিন্দা জানিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার দাবি করে হত্যাকাণ্ডের মতো নির্মম ঘটনাকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত না করার জন্য সরকার ও সরকারী দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (১৪ জুলাই) এক বিবৃতিতে মান্নান ভূইয়া বলেন, চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড একটি বর্বর অমানবিক ঘটনা। বস্তুত সরকার নিজেই সন্ত্রাসীদের লালন ও প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করায়, পুলিশকে দলীয় কাজে ব্যবহার ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে না দেয়ায় এবং পুলিশকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কারণেই একটির পর একটি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে। সারাদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে গেছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা। ব্যাপক সন্ত্রাস গ্রাস করেছে দেশ ও দেশবাসীকে। আজ ঘরে-বাইরে, অফিসে-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোথাও কারো নিরাপত্তা নেই। মান্নান ভূইয়া এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, আমরা হত্যাকাণ্ডের রাজনীতিতে যেমন বিশ্বাস করি না, তেমনি অন্য যে কারো হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করিনা। বিবৃতিতে তিনি উক্ত হত্যাকাণ্ডের সুবিচারের প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।"

www.pathagar.com

১৪ জুলাই চারদলীয় ঐক্যজোট এক বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্রলীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত আধিপত্য বিস্তারের জের হিসেবে সংঘটিত ঘটনার দায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীন দল আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। চারদলীয় লিয়াজোঁ কমিটি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে উত্তেজনা বাড়ানোর এই ষড়যন্ত্রের নিন্দা জ্ঞাপন করে।

১৫ জুলাই প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বি এন পি চেয়ারপারসন **বেগম খালেদা জিয়া** বিরোধীদলের আন্দোলন থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টার নিন্দা জানিয়ে বলেন, সারাদেশে বিরোধী দলের সরকার নির্যাতন করেছেন। তিনি চট্টগ্রামের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

একই দিন জাতীয় পার্টির **হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ** তার বিবৃতিতে আওয়ামী তান্ডবতার নিন্দা জানান। তিনি বলেন নির্যাতন চালিয়ে সরকার বিরোধীদলের আন্দোলনকে দুর্বল করতে পারবে না।

১৬ জুলাই সিলেটের এক জনসভায় **মাওলানা আজিজুল হক** বলেন, দেশের ইসলামী শক্তিকে দমন করার জন্যই সরকার ওঠে-পড়ে লেগেছে। বিচারের আগে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে হামলা নির্যাতন চালানো মানবাধিকারের খেলাপ। ফ্যাসিবাদী এই সরকার সে ধরণের কাজই করছে।

১৫ জুলাই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক বিবৃতিতে বলে ঃ হত্যা, সন্ত্রাসের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালীচক্র তাদের ক্ষমতার মসনদকে নির্বিঘ্ন করার যে স্বপ্ন দেখছে এদেশের তৌহিদী ছাত্র-জনতা তা কিছুতেই হতে দেবে না বাংলাদেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের কবর রচিত হবে। দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা আজ একমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। নেতৃবৃন্দ বলেন, সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেছে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এদের সন্ত্রাসের কাছে আজ জিম্মি হয়ে আছে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা আজ এদের নির্মম সন্ত্রাসের শিকার। যেখানে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের পাচ্ছেনা সেখানে ওরা নিজ দলের কর্মীদের খুন করতে দ্বিধা করছেনা। ১২ জুলাইয়ের ঘটনাও তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল।"

২০ জুলাই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এ ব্যাপারে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যে বলা হয় : 'আওয়ামী মিথ্যাচার, শঠতা আর ভন্ডতার উপাখ্যান নিয়ে আবারো আপনাদের বিবেকের দ্বারস্থ হয়েছি। বর্তমানে দেশ এক চরম ক্রান্তিসময় অতিক্রম করছে। আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাস দেশকে এক চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সংঘটিত কতগুলো ঘটনা প্রমাণ করছে এই সরকার দেশকে একটি সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে যায়। প্রধানমন্ত্রী এবং আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন ভাষায় কথা বলছেন যেন বিরোধী দলকে সমূলে বিনাশ করাই এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে সংঘটিত চট্টগ্রামে আট খুন এবং তাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে ছাত্রশিবির, ছাত্রদল ও ছাত্রসমাজসহ বিরোধী দলের ওপর ছাত্রলীগের হামলা,

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাংগঠনিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অসামাজিক কর্মকাণ্ড, সীমান্তে বিএসএফের হামলা এবং সরকারের নির্বিকার ভূমিকা, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদের আড়ালে একশ্রেণীর ভারতীয় দালালের দেশদ্রোহী বক্তব্য, আনন্দবাজারী গোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশে ভারতীয় বেনিয়াদের পুনর্বাসনের অপপ্রয়াস এসবই প্রমাণ করে দেশ ও জাতির সামনে আওয়ামী সিনড্রোম নামে এক ভয়াবহ দুর্যোগ উপস্থিত। এমতাবস্থায় দেশে ও জাতির আশা-ভরসার প্রতীক সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আপনাদের সামনে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আওয়াজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।"

"চট্টগ্রাম মহানগরীতে ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে ৬ জন ছাত্রলীগ কর্মীসহ ৮ জনের মৃত্যু এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বর্বরতা ও মিথ্যাচারের সূচনা করা হয়েছে বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষকে তা হতবাক না করে পারে না। ৮ জনের খুনকে উসিলা করে জামায়াত-শিবির, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা, বিরোধী নেতা-কর্মীদের অহেতুক পুলিশী হয়রানি ও গ্রেফতারের এক নজিরবিহীন অপতৎপরতা শুরু করেছে। লাশের রাজনীতিতে চ্যাম্পিয়ন বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার চট্টগ্রামের ঘটনাকে পুঁজি করে দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিতে চায়। চট্টগ্রামের ৮ খানের ঘটনার কোন সুষ্ঠু তদন্ত ছাড়াই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অন্যতম শরিক সংগঠন শিবিরের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্য দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিকে শুধু অশান্তই নয় বরং এধরণের বক্তব্যের মাধ্যমে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতই নিজেদের লোককে খুন করে ওরা তার দায়ভার বিরোধীদলের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। অতীতেও যা তারা বহুবার করার চেষ্টা করেছে।"

২৩ জুলাই সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ঢাকায় আয়োজন করে এক বিক্ষোভ সমাবেশের। সমবেশে প্রদত্ত বক্তব্যে ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ বলেন, "আওয়ামী লীগ সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ছাত্র-জনতার ওপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। শেখ হাসিনা বুঝতে পেরেছেন তার ক্ষমতা থেকে পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। আর তাই দেশ পরিচালনায় নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য রাজপথে জমে ওঠা ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমানোর জন্য পুলিশ ও দলীয় মাস্তানদের ছাত্রদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে আওয়ামী বাকশালীচক্র তাদের ক্ষমতার মসনদকে নির্বিঘ্ন করার যে স্বপ্ন দেখছে এদেশের তৌহিদী ছাত্র-জনতা তা কিছুতেই হতে দেবে না। বাংলাদেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের কবর রচিত হবে। দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা আজ একমঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছে। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেছে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এদের সন্ত্রাসের কাছে আজ জিম্মি হয়ে আছে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা আজ এদের নির্মম সন্ত্রাসের শিকার। যেখানে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীদের পাচ্ছে না সেখানে ওরা নিজ দলের কর্মীদের খুন করতে দ্বিধা করছে না। ১২ জুলাইয়ের ঘটনাও তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল।

www.pathagar.com

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বিস্ফোরক উদ্ধারের সাজানো ঘটনা অন্যায়ভাবে শিবিরের ওপর চাপানো এবং কোটালীপাড়া থেকে একজন নিরীহ শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শিবিরের সভাপতি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, শেখ হাসিনা একজন পাকা অভিনেত্রী। নিজের প্রাণনাশের প্রচেষ্টার কাহিনী আবিষ্কার করা তার মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে শেখ হাসিনা এখন ফ্লপ অভিনেত্রীর মতো প্রাণনাশের নাটক করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই কোটালীপাড়ায় বিস্ফোরক উদ্ধারের সাথে শিবিরের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। বরং ছাত্রলীগের একজন নেতার দোকানের সামনে থেকে এই বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় এটা সুস্পষ্ট যে, ওগুলো আওয়ামী মাস্তানরাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেখানে পুঁতে রেখেছিল। চট্টগ্রামের ঘটনার সাথে শিবিরের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে নতুন করে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনা সাজানো হয়েছে। আর ঘটনা সাজানোতে আওয়ামী লীগের পারদর্শিতার কথা জনগণের অজানা নয়। শেখ হাসিনার অসংখ্য মিথ্যাচারের এটিও একটি নমুনা। ছাত্রলীগ নামে যে সন্ত্রাসী ফ্রাঙ্কেস্টাইন আওয়ামী লীগ তৈরি করেছে তা তার পতনকেই ত্বরান্বিত করবে। তিনি ছাত্রলীগের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী তাণ্ডবতা, আওয়ামী নেতৃবৃন্দের উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের নিন্দা জানান।'

জাতীয় দৈনিকগুলোর এই রিপোর্ট থেকে এবং বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উল্লিখিত ঘটনার সাথে জামায়াত ও শিবিরের কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার হীন উদ্দেশ্যেই জামায়াত-শিবিরকে জড়িয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। চার-দলীয় ঐক্যজোটে ফাটল ধরানের উদ্দেশ্যে বিরোধীদলগুলোর ওপর অলিখিত চাপ প্রয়োগ করাই এর লক্ষ্য। কিন্তু চট্টগ্রাম মহানগরীতে ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে ৬ ছাত্রলীগ কর্মীসহ ৮ জনের মৃত্যু এবং তাকে কেন্দ্র করে যে বর্বরতা ও মিথ্যাচারের সূচনা করা হয়েছে বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষকে তা হতবাক না করে পারে না। ৮ জনের খুনকে উসিলা করে জামায়াত-শিবির, বি.এন.পি ও জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা, বিরোধী নেতা-কর্মীদের অহেতুক পুলিশী হয়রানি ও গ্রেফতারের এক নজিরবিহীন অপতৎপরতা শুরু করেছে সরকার। লাশের রাজনীতিতে চ্যাম্পিয়ন আওয়ামী লীগ চট্টগ্রামের ঘটনাকে পুঁজি করে দেশব্যাপী সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিতে চায়। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বলছেন 'আর যদি একটা লাশ পড়ে তাহলে দশটি লাশ পড়বে, নকশালী কায়দায় দমন করা হবে।' আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুমকি দিচ্ছেন, জামায়াত-শিবির চক্রকে রাস্তায় নামতে দেয়া হবে না, এদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই প্রতিরোধ করা হবে, পুলিশ ছাত্রলীগকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।' ছাত্রলীগ বলছে 'চট্টগ্রাম শহরকে লাশের স্তূপে পরিণত করা হবে। যেখানে শিবির সেখানেই প্রতিরোধ।' চট্টগ্রামের ৮ খুনের ঘটনার কোন সুষ্ঠু তদন্ত ছাড়াই ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধরনের উস্কানীমূলক ও দায়িত্বহীন বক্তব্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে শুধু অশান্তই নয় বরং দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট এবং সাংবাদিকদের বক্তব্য

১২ জুলাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মন্তব্য বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। আমরা সেসব বিদগ্ধজনের মন্তব্য আপনাদের জ্ঞাতব্যের জন্য তুলে ধরছি :

গত **১৭ জুলাই দৈনিক সংবাদ** পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিবির নির্মূল নয়, সন্ত্রাস নির্মুল করুন' শীর্ষক উপসম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, সরকার যদি যথার্থই ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চান তাহলে যে নির্মম কাজটি করতে হবে তা হলো, ছাত্র রাজনীতির নামে চট্টগ্রামে যে ক্যাম্পাস সন্ত্রাস চলছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে ক্যান্টনমেন্ট বানানো হয়েছে, দলমত, পক্ষ-বিপক্ষ ছাত্রশিবির, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ নির্বিশেষে সকলকে সেখান থেকে উৎখাত করতে হবে। সরকার কি সেটা করার জন্য প্রস্তুত। চট্টগ্রামে আন্ডার ওয়ার্ল্ড রাজনৈতিক দল, তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি এবং পুলিশ প্রশাসনের একাংশ নিয়ে যে ভয়াবহ চক্র গড়ে উঠেছে সেই চক্রটিকে ভাংতে হবে। সরকার কি সেটা ভাংতে প্রস্তুত? না এ সবের মধ্যে দলীয় রাজনীতির বিবেচনা চলে আসবে।

২৭ জুলাই প্রকাশিত সংবাদের উপ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, '১২ জুলাই রাত ৮টার সংবাদে চট্টগ্রামের ঘটনার কোন উল্লেখ করা হয়নি কেন? যতদূর জানি ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি। . . . চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের মধ্যে গ্রুপিং আছে। ছাত্রলীগ সেখানে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। চট্টগ্রামের বাইরে ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ৩ জন নিহত হয়। এ ঘটনা সপ্তাহখানেক আগের। দলের ওপরের মহলে হয়তো প্রাথমিক পর্যায়ে সন্দেহ ছিল কিংবা থাকতে পারে এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারা আছে। তাই কি সংশয় ছিল ওপর মহলের কোথাও?. . . বেলা আড়াইটার সময় কলকাতা দূরদর্শনে চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের খবর এভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, ছাত্রলীগের মাঝে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে উক্ত আটজন নিহত হয়েছে।'

২৫ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবের উপ সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'সরকার যদি সত্যিই দেশ থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ করতে আগ্রহী হন বা চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করতে চান, তাহলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি মেনে নিতে তাদের অসুবিধা কোথায়? এ ব্যাপারে তাদের অসুবিধা সত্য উদ্ধারে তাদের আগ্রহে আন্তরিকতা নিয়েই সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।

২৫ জুলাই প্রকাশিত অপর এক নিবন্ধে **দৈনিক ইনকিলাবে** বলা হয়, একটি নীল মাইক্রোবাস সাদা মাইক্রোবাসের সামনে থামে। নীল মাইক্রো থেকে সাদা মাইক্রোর আরোহীদের গুলি করে হত্যা করা হয়। নীল মাইক্রোতে ৬/৭ জন আরোহী ছিল বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সন্দেহ তালিকার ৬/৭ জন বড় জোর ১০/১২ জনকে আসামী করা যেত। কিন্তু ৪২ জনকে আসামী করা রহস্যময় ঠেকছে। এর ফলে ভবিষ্যতে যদি চার্জশীট তৈরি করা হয় তাহলে সেটা দুর্বল ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হবে। এমন নড়বড়ে ভিত্তির ওপর চার্জশীট গঠিত হলে সে চার্জশীটের ভিত্তিতে মামলা টিকানো দুস্কর হয়ে পড়ে। এই পয়েন্টটি ক্ষমতাসীন দলের নেতারা এবং

www.pathagar.com

পুলিশ প্রশাসন অবশ্যই জানেন। তার পরও কেন এটা করা হলো সেটা বোধমগ্য নয়।

১৬ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আওয়ামী লীগের জন্য বি. এন. পি. আর জামায়াত যত বড় প্রতিপক্ষ নয় তার চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফাটল। কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়সহ দলের শিকড় পর্যায় পর্যন্তই ছোটবড় নানা ফাটল দেশের সবচেয়ে বড় দলটির জন্য আত্মঘাতি ফাঁদ তৈরি করে রেখেছে।

১৯ জুলাই প্রকাশিত দৈনিক মানব জমিনের এক নিবন্ধে বলা হয়, চট্টগ্রামের ঘটনার দায়ভাগ আওয়ামী লীগ নেতাদের বহন করতে হবে। চট্টগ্রামে দলীয় বিরোধ জিইয়ে রেখেছে কারা? নেতারা। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খুনী, সন্ত্রাসীদের যে কোনভাবে ধরার প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি দলীয় কোন্দল বন্ধ করা না হলে কোন ফল হবে না।'

২০ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার মূলত: আগামী নির্বাচনে তার বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য দেশের গোটা ইসলামী শক্তির ওপর আঘাত হেনে জোটবদ্ধ নির্বাচনের উদ্যোগকে ব্যাহত করতে চাচ্ছে। আর ইতোমধ্যে সরকার সে প্রক্রিয়া শুরুও করেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে, সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জামায়াত-শিবিরের নামে এদেশের ইসলামী দল বা শক্তিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে পর্যুদস্ত করে বিরোধী দলের সেকুলার অংশের থেকে আলাদা করে দেয়া।

২০ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক স্পীকার এড: শেখ রাজ্জাক আলীসহ ১১৮ জন আইনজীবী বলেন, গত ১২ জুলাই চট্টগ্রামের নৃশংস আট হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে দেশে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়া ও নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার আরেকটি প্রমাণ। ফটিকছড়িতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৩ জন নিহত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ জনের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের পেছনে কাদের হাত রয়েছে তা সম্ভবত: বুঝতে কারো বাকী নেই। মূল অপরাধীদের খুঁজে বের করে তাদের বিচার করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতি আমরা আহবান জানাচ্ছি।

২১ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে চট্টগ্রাম আইনজীবী পরিষদের এক বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে চট্টগ্রামের ৮ খুনের ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের সররকারী অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ ৮ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানান এবং এর জের ধরে নগরজুড়ে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন না করে বিরোধী শক্তিকে মোকাবেলার নামে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে তাতে মনে হয় এ ঘটনা তাদেরই পূর্ব পরিকল্পিত। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সরাসরি উৎখাত, খতম ইত্যাদি উস্কানিমূলক বক্তব্যে নিরীহ জনগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

২১ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতি দেন যা দৈনিক ইনকিলাবসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে শিক্ষক প্রতিনিধিগণ নগরীর বহদ্দরহাটের ৮ খুনের জের ধরে সৃষ্ট নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ

www.pathagar.com

করেন। তারা বলেন, ১২ জুলাই বহদ্দরহাটে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড অমানবিক ও নিন্দনীয়। কোন সচেতন নাগরিকের কাছে এ ঘটনা কাম্য নয়। তারা একইসাথে হত্যাকাণ্ডের জের ধরে নগরীতে যে ভীতিকর ও অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিরীহ লোকজন ও প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাও মেনে নেয়া যায় না। তারা এ ধরনের অমানবিক, বিবেক বর্জিত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের আহবান জানান।

২৫ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে ১৩৩ জন আলমের আরেকটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, চটগ্রামে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৮ জনের লাশ নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশজুড়ে ইসলামী প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, কোরআন হাদীসে অগ্নিসংযোগ করে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। দাড়ি, টুপি আর ইসলামী লেবাসধারী জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিবৃতি দাতাগণ এজন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অসাংবিধানিক ও উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করেছেন।

২২ জুলাইয়ের প্রথম আলোতে একজন বিশিষ্ট কলামিস্ট 'সন্ত্রাস, হত্যা আওয়ামী কৌশলে পরিণত' শীর্ষক নিবন্ধে লেখেন, পুরো বিষয় পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার আগে ঘটনাটি আওয়ামী লীগ ব্যবহার করছে প্রতিপক্ষ বিরোধী জোটকে ঘায়েল করার জন্য। . . . রাজশাহী থেকে ৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে চট্টগ্রামের ঘটনার সাথে তাদের কি সম্পর্ক? আন্দরকিল্লার তরুণ ব্যবসায়ী মাহমুদকে কেন হত্যা করা হলো?

সাপ্তাহিক যায় যায় দিন ১৬ বর্ষ, সংখ্যা ৪১ এ বিখ্যাত দিনের পর দিন সংলাপ রচনায় বলা হয়, এই হত্যাকাণ্ডের পরপরই এর জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতকে দায়ী করা হয়েছিল। প্রধনমন্ত্রীর চট্টগ্রাম ভাষণে সেই অভিযোগকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। অথচ শিবির এবং জামায়াত যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তার সন্দেহাতীত কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বরং সরকার সমর্থক দৈনিকগুলোতেই বিস্তারিত খবর আসছে যে, চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের মধ্যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে।

একই পত্রিকার ১ আগস্ট প্রকাশিত বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৪২ এ বলা হয়, অবশ্য চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আওয়ামী নেতাদের যে প্রতিক্রিয়াা দেখা যাচ্ছে তার পেছনে অন্যরকম উদ্দেশ্য আছে বলে পত্র-পত্রিকায় অনেকে মন্তব্য করছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ছাত্রলীগের নিহত কর্মীদের খুনীদের খুঁজে বের করার জন্যই আওয়ামী লীগ এতো কিছু করছে। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন, চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ জামায়াতকে কোনঠাসা করতে চাচ্ছে। সেই সঙ্গে বি. এন. পি.কেও বেকায়দায় ফেলতে চাচ্ছে। কারণ এই খুনের ঘটনায় জামায়াতকে দোষী সাজাতে পারলে আগামী নির্বাচনে বি. এন. পি জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচন করার আগে একবার হলেও গণমতের কথা চিন্তা করবে।

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক উষার ২৪ জুলাই সংখ্যায় এ সংক্রান্ত এক নিবন্ধে বলা হয়, বহদ্দারহাট হত্যাকাণ্ড ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলাফল কিনা সেটা

www.pathagar.com

খতিয়ে না দেখেই সরকার, প্রশাসন, শাসকদল এবং তাদের অনুগত মিডিয়া বিরোধী দল বিশেষ করে জামায়াত শিবিরের ওপর মিলিতভাবে কেন ঝাঁপিয়ে পড়লো সেটাই এক রহস্য।

উপরোক্ত বিশ্লেষণগুলো জামায়াত এবং শিবিরের নয়। বরং দেশের বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু সত্য বক্তব্য। সচেতন দেশবাসী এসব বক্তব্য থেকে সরকারের একটি মতলবই ফুটে ওঠে আর তা হলো জামায়াত এবং শিবিরকে দুর্বল করার মাধ্যমে দেশের ইসলামী শক্তিকে কমজোর করা যাতে করে আওয়ামী লীগ দেশকে কেন্দ্র করে তার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে পারে। আর সেটি হলো আগামী নির্বাচনে যেন তেন প্রকারে ক্ষমতায় আসীন হয়ে বাহাত্তরের সংবিধানকে বহাল করা, যে সংবিধান রচিত হয়েছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইশারায়। দেশকে ভারতের হাতে তুলে দেয়ার আওয়ামী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পথ সুগম করাই যার লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে এ কিসের ধ্বনি?

১২ জুলাইয়ের ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যে উগ্র ভাষায় বিভিন্ন সভা এবং সমাবেশে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছে যে ভাষায় সাক্ষাতকার দিয়েছেন তাতে করে শান্তিপ্রিয় মানুষ শঙ্কিত না হয়ে পারেন না। প্রধানমন্ত্রী দেশের সরকার প্রধান তিনি কোন দলের নেত্রীই মাত্র নন। দেশকে স্থিতিশীল রাখা তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু চট্টগ্রামে আট হত্যাকান্ডের পর তিনি যে আগ্রাসী বক্তব্য রাখেন সেটি শুনলে যে কেউ শিহরিত হয়ে ভাবতে বাধ্য হবে যিনি এ কথাগুলো বলছেন তিনি কি দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি তার কণ্ঠে ধনিত হচ্ছে ফ্যাসিবাদী কোন নেতার কণ্ঠ।

১৯ জুলাই চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস ময়দানে প্রদত্ত বক্তব্যে **শেখ হাসিনা** দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কি মরে গেছে। আপনারা কি শাড়ি, চুড়ি পরে আছেন। আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে দশটা লাশ পড়বে। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে শেখ হাসিনা বলেন, আসামী ধরতে গিয়ে প্রয়োজনে গুলি চালাতে হলে চালান।

বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাতকারে শেখ হাসিনা বলেন, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি সামনে আসছে। .....সন্ত্রাসীদের যে বিচারক জামিন দেয়, যে উকিল তাদের পক্ষ হয়ে লড়ে তাদের সবারই শাস্তি হওয়া উচিত।

১৪ জুলাই চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী **মোহাম্মদ নাসিম** বলেন, খুনীরা যাতে চট্টগ্রামে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। প্রশাসন আপনাদের সাহায্য করবে। . . .জামায়াত-শিবিরের লোকজন না পেলে তাদের আত্মীয় স্বজনদের গ্রেফতার করুন।

১৫ জুলাই অপর এক সমাবেশে **মোহাম্মদ নাসিম** বলেন, এদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই প্রতিহত করা হবে।.....পুলিশ যত কঠোর ও নির্মম ভূমিকা পালন করবে তাতে সরকারের ততবেশি সমর্থন থাকবে।

www.pathagar.com

পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তব্যে বলেছেন, জামায়াত-শিবিরকে রোখার জন্য এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। হুকুমের প্রয়োজন নেই, অন্যথায় আপনারা বেঈমানে পরিণত হবেন।

১৫ জুলাই ছাত্রলীগ বলেছে, 'চট্টগ্রাম শহরকে লাশের স্তূপে পরিণত করা হবে।'

আওয়ামী লীগ এবং তার নেতৃবৃন্দের এ ধরনের ফ্যাসিবাদী বক্তব্যের কারণে বিবেক চুপ থাকতে পারেনি। ২ আগস্ট দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, মৌলিক মানবাধিকার ও ফ্যাসিবাদ শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়, 'এখন জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে। এমন সময় এই দাবি তোলা হচ্ছে যখন শুধু মাদ্রাসা ছাত্র হবার কারণে আমাদের সন্তানদের ওপর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস লেলিয়ে দিয়েছে। কেন? এরা গরীব আর মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলে? যখন একটি লাশের জন্য দশটি লাশের প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে, যখন নিরীহ নাগরিকদের পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে এই অপরাধে যে সে জামায়াত-শিবিরের সমর্থক, তখনই জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের দাবি তোলা হলো। প্রতিপক্ষকে খুনের পিপাসায় এখন টুপি পাঞ্জাবী, লুঙ্গি পরা প্রতিটি নাগরিককেই এখন হরকাতুল জেহাদের সদস্য বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই নগ্ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোই সুস্থ নাগরিকের প্রথম কর্তব্য।'

একই নিবন্ধে আরো বলা হয়, 'শেখ হাসিনা কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের বলে একটি লাশের পরিবর্তে দশটির লাশ চেয়েছেন? কোন অধিকারের বলে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফেরার পথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অমানুষিক নির্যাতন করে একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করলো? এই মানুষটি হয়তো জামায়াত-শিবির করে কিন্তু সেকি চট্টগ্রামের আট খুনের মামলায় জড়িত। যদি জড়িত থেকে থাকে হত্যা করার অধিকার ছাত্রলীগের কর্মীদের কে দিয়েছে। কী অধিকারের বলে দারুল উলুম আলিয়া হোস্টেলে পুলিশ হামলা করেছে? কোন অধিকারে রাজশাহীতে ৩৮ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা কি সকলেই আট খুনের সাথে জড়িত? এরা কি সকলেই অপরাধী? জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হওয়া বা ইসলামী ছাত্রশিবির করা কি বাংলাদেশের আইনে অপরাধ?'

প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তিদের নিকট থেকে এ জাতীয় বক্তব্য অনভিপ্রেত নয় রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপারও বটে। হত্যা মামলায় সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেশে ফৌজদারি আইনের ৩০২ ধারার অধীনে মৃত্যুদন্ডের বিধান বলবত রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিচার করা হলে জনগণ নিশ্চয়ই তাকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু একটা লাশের পরিবর্তে দশটা লাশের হুমকি কি দেশে সন্ত্রাস নির্মূলে সহায়ক হবে না দেশকে আরো বেশি হিংসা এবং হানাহানির দিকে ঠেলে দেবে?

www.pathagar.com

গোপালগঞ্জের বোমা

১২ জুলাই চট্টগ্রামের হত্যাকান্ডের মতই ২১ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থানায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থলে ৫০ গজ দূর থেকে ৭৬ কেজি ওজনের একটি বোমা পাওয়ার খবর ২২ জুলাই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর চিরাচরিত অভ্যাসের মত এর দায়ভাগও জামায়াত ও শিবিরের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায় ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রীর যে কোন সভা সমাবেশের সপ্তাহখানেক আগে থেকে অনুষ্ঠানস্থলে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকী করলেও হঠাৎ করে কোটালীপাড়ার জনসভার মাত্র দুইদিন আগে ৭৬ কেজি ওজনের একটি বোমা আবিস্কৃত হওয়ায় পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এই বোমাটিও আবিস্কার করেছে একজন সাধারণ চা দোকানী। কথিত ৭৬ কেজি ওজনের এই বোমাটি বিস্ফোরিত হত তাহলে দেড় থেকে দুই কিলোমিটার জুড়ে এলাকা বিধ্বস্ত হয়ে যেত। ৭৬ কেজি ওজনের একটি বোমা পুঁতে রাখা যেন তেন কোন ব্যাপার নয়। এই বোমা বহন করার জন্য প্রয়োজন ভারী যানবাহনের। এখন সচেতন মহলের প্রশ্ন যেখানে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন তৎপর ছিল সেখানে কিভাবে তাদের চোখ এড়িয়ে জামায়াত ও শিবিরের পক্ষে এ বোমা পুঁতে রাখা সম্ভব হল। বোমাটির এখন পর্যন্ত যে ছবি ও বিবরণ বেরিয়েছে তাতে করে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে এটা ছিল খুবই কাঁচা একটি কাজ। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং তার দোসররা চট্টগ্রামের ঘটনায় জামায়াত এবং শিবিরকে দায়ী করতে ব্যর্থ হয়ে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তা থেকে দলীয় ভাবমূর্তি উন্নত করার আরেকটি টেষ্ট কেস হিসেবে গোপালগঞ্জের বোমার ঘটনার সাথে জামায়াত ও শিবিরকে জড়িত করার অপপ্রয়াস শুরু করে। কোটালীপাড়া থানার শিবিরের সভাপতি ফরীদুজ্জমান তরুণকে গ্রেফতার করে রিমান্ডের নামে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। শুধু তাই নয় ঘটনার সাথে মুফতী হান্নান নামে একজন ব্যক্তির জড়িত থাকার রিপোর্ট পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জামায়াতে ইসলামী গোপালগঞ্জ জেলা শাখার নায়েবে আমীর মাওলানা এমদাদুল হক, গোপালগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। গোপালগঞ্জের ঘটনা এখন জাতির কাছে পুরো পরিষ্কার। শুধু তাই নয়, ঘটনার সাথে, গোপালগঞ্জের ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে।

আসল কথা হচ্ছে ২৫ বছরও আওয়ামী লীগের রাকশালী চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। বরং তাদের নগ্ন ও হীনচরিত্রের বহি:প্রকাশ ঘটেছে বারবার। নিজের দোষকে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে তারা সিদ্ধহস্ত। কুষ্টিয়ায় কাজী আরেফ হত্যাকান্ড এবং যশোরের উদীচীর সম্মেলনে বোমা হামলার জন্যও বি.এন.পি ও জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করা হয়েছিল। যশোর শিবির সভাপতিসহ প্রায় অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে চালানো হয়েছিল অমানুষিক নির্যাতন। তখনও সারাদেশে হামলা ও ভাংচুরের তান্ডবতা চালিয়েছিল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ। এরপর এসকল ঘটনার সাথে জামায়াত-শিবির ও বি.এন.পি'র সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর পাশে এরা কারা?

সারাদেশে অব্যাহতভাবে যখন আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, তখন এই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ছাত্রলীগের উৎসাহ আরো বাড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে এমন সব ব্যক্তিদের নিয়ে চট্টগ্রামে তার ভাষায় জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য বৈঠক করেছেন যাদের নামে পুলিশের একাধিক হুলিয়া রয়েছে। এমনকি উপস্থিত সি.এমপি'র পুলিশ কর্মকর্তারা পর্যন্ত এই সমস্ত দাগী আসামীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক করায় বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। আমরা এখানে ১৯ জুলাই চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রধানমন্ত্রীর পাশে থাকা সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য বাছাই করা সৈনিকদের (!!!) পরিচয় তুলে ধরছি ঃ

- **আ. জ. ম. নাসির উদ্দীন ঃ** ট্রিপল হত্যা মামলাসহ ৯টি মামলা। অস্ত্র মামলা-৩টি ও চাঁদাবাজি মামলা-৮টি।
- **মামুনুর রশীদ ঃ** হত্যা মামলা-৭টি, অস্ত্র মামলা-৫টি ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী হিসেবে ৪ মামলাসহ মোট মামলার সংখ্যা ১৬টি।
- সুনীল দে (প্রকাশ মেস্ত্রী সুনীল) ১১টি হত্যা মামলা, ৪টি ডাকাতি (২টি স্বর্ণ দোকান ডাকাতি মামলা) এবং চাঁদাবাজিসহ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী হিসেবে ৭টি, মোট ২২টি মামলার আসামী (পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড)।
- **মশিউর রহমান ঃ** হত্যা ৪টি অস্ত্র মামলা ৫টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজি হিসেবে ৬টিসহ মোট-১৫টি মামলার আসামী।
- **হাসান মুরাদ বিপ্লব ঃ** হত্যা মামলা ৪টি অস্ত্র মামলা ৩টি ও সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১২টি মামলার আসামী।
- **আবু তৈয়ব ঃ** (প্রকাশ ফটিক তৈয়ব) হত্যা মামলা ১০টি, অস্ত্র মামলা ৮টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৯টি মামলাসহ মোট ২৭টি মামলার আসামী (পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড)।
- **হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর ঃ** ৪টি হত্যা মামলা, ৮টি অস্ত্র মামলা সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৭টি মামলাসহ ১৯টি মামলার আসামী।
- **মহিম উদ্দীন ঃ** হত্যা মামলা ৭টি, অস্ত্র ৮টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টি মামলাসহ ১৯টি মামলার আসামী। (পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড)।
- **এম. আর. আজীম ঃ** হত্যা মামলা ২টি অস্ত্র আইনে ৫টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৬টিসহ মোট ১২টি মামলার আসামী।
- **সুরজিৎ বড় য়া লাবু ঃ** হত্যা মামলা ২টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১৩টি মামলার আসামী।
- **গিয়াসুদ্দিন হিরু ঃ** হত্যা মামলা ২টি, অস্ত্র ৫টিসহ মোট ১১টি মামলার আসামী।

www.pathagar.com

- **দেবাশিষ পাল (দেবু) ঃ** হত্যা মামলা ৩টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১৪টি মামলার আসামী।
- **সালাহ উদ্দীন ঃ** হত্যা মামলা ২টি, অস্ত্র ৫টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টিসহ মোট ১১টি মামলার আসামী।
- **দিদারুল আলম মাসুম ঃ** হত্যা মামলা ৩টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টিসহ মোট ১৪টি মামলার আসামী।
- **নাজমুল হক ডিউক ঃ** হত্যা মামলা ৪টি, অস্ত্র ৬টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টিসহ মোট ১৪টি মামলার আসামী।
- **নজরুল ইসলাম** (প্রকাশ ডাকাত নজরুল) **ঃ** হত্যা মামলা ৬টি, অস্ত্র ৭টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৮টিসহ মোট ২১টি মামলার আসামী।
- **মাহবুব** (প্রকাশ টোকাই সাবু) **ঃ** হত্যা মামলা ৫টি, অস্ত্র ৭টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১৭টি মামলার আসামী।
- **এহতেশামুল হক রোমেল ঃ** হত্যা মামলা ৫টি, অস্ত্র ৬টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৩টিসহ মোট ১৩টি মামলার আসামী।
- **ইফতেখার উদ্দীন সাগর ঃ** হত্যা মামলা ৩টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১২টি মামলার আসামী।
- **আবুল হোসেন আবু** (প্রকাশ ডাইল আবু) **ঃ** হত্যা মামলা ১টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৫টিসহ মোট ১০টি মামলার আসামী।
- **মেহদী হাসান বাদল ঃ** হত্যা মামলা ২টি, অস্ত্র ৩টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টিসহ মোট ৯টি মামলার আসামী।
- **আবু তাহের** (প্রকাশ কানা তাহের) **ঃ** হত্যা মামলা ৪টি, অস্ত্র ৩টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৪টিসহ মোট ১১টি মামলার আসামী।
- **আব্দুল কাদির সুজন ঃ** হত্যা মামলা ৫টি, অস্ত্র ৬টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৬টিসহ মোট ১৯টি মামলার আসামী।
- **মোহাম্মাদ কলিম ঃ** হত্যা মামলা ৪টি, অস্ত্র ৫টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৭টিসহ মোট ১৮টি মামলার আসামী।
- **শফিকুল ইসলাম শফিক ঃ** হত্যা মামলা ৩টি, অস্ত্র ৪টি এবং সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ হিসেবে ৩টিসহ মোট ১০টি মামলার আসামী।
- **আনোয়ার হাফিজ ঃ** অস্ত্র যোগানদাতা।
- **কৃষ্ণ গোপাল দে ঃ** হত্যা মামলা ৪টি, অস্ত্র ৩টিসহ মোট ৭টি মামলার আসামী।
- **নগেন ঃ** হত্যা মামলা ২টি, অস্ত্র ৪টিসহ মোট ৬টি মামলার আসামী।
- **তানভীর ঃ** হত্যা মামলা ১টি, অস্ত্র ৩টিসহ মোট ৪টি মামলার আসামী।
- **অসীম বিশ্বাস ঃ** অস্ত্র মামলা ৩টি।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হলো সারাদেশে

প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানিতে সারাদেশে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পুলিশের সহযোগিতায় নারকীয় তান্ডবতা শুরু করে। ওদের বর্বর হামলা শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে। ১২ জুলাই সন্ধ্যায় আন্দরকিল্লা এলাকার বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলা চালিয়ে ব্যাপক লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তরুণ ব্যবসায়ী ও জামায়াত কর্মী মাহমুদুল হককে আন্দরকিল্লাতে অবস্থিত তার দোকান থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সীমান্ত তালুকদারের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী অপহরণ করে নিয়ে যায় স্থানীয় আওয়ামী নেতা আ. জ. ম. নাসিরের বাড়িতে। সেখানে তার ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ১৩ জুলাই সকালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম, ঢাকা, বরিশাল, নারাণগঞ্জ, জামালপুর, পাবনা, নোয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি, মাদারীপুর, বগুড়া, সুনামগঞ্জ, মেহেরপুর, মাগুরা, সিরাজগঞ্জ, বাগেরহাট, লক্ষীপুর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ফেনী, পটুয়াখালী, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত ও শিবির কার্যালয়, বাসস্থান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এসব জায়গায় হামলা করে সন্ত্রাসীরা কুরআন ও হাদীসের গ্রন্থও আগুনে পুড়িয়ে দিতে ওদের অন্তর কাঁপেনি। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে হামলা চালিয়ে শিবিরের ৮টি কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাট করে। বরিশাল মেডিকেল কলেজের হামলা চালিয়ে ১৫টি কক্ষ ভাংচুর করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে, বগুড়া মেডিকেল কলেজেও ছাত্রলীগ হামলা ও ভাংচুর চালায়। প্রবীণ জননেতা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুস সোবহানের পাবনার বাসভবনে হামলা চালিয়ে তার বাড়ি ও গাড়ি ভাংচুর করা হয়। ২৬ জুলাই দিনাজপুরে জামায়াত কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে নির্মমভাবে খুনে কর জামায়াত নেতা আবু বকর সিদ্দিককে। ছাত্রলীগের মাস্তানদের অব্যাহত বর্বর হামলায় আহত হয়েছে শতাধিক শিবির কর্মী।

লক্ষ্মীপুরে ছাত্রলীগের মাস্তানরা যে পৈশাচিক উন্মত্ততায় এতিম আর দরিদ্র মানুষদের আশ্রয়স্থল দারুল আমান ইসলামী একাডেমী আগুনে পুড়িয়ে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছে সে দৃশ্য দেখে বিবেকবান কোন মানুষ তাদের চোখের অশ্রু না ঝরিয়ে পারবে না। প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি মুহূর্তে এলাকাবাসীদের চোখের সামনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখে। ছাত্রলীগের মাস্তানরা ঘর থেকে কোন দরদী মানুষ যাতে বের হতে না পারে সেজন্য বন্দুক উচিয়ে বাড়ি বাড়ি যেয়ে তারা হুমকি দিয়ে আসে। এলাকার টেলিফোন লাইনগুলো সন্ত্রাসীরা কেটে দিয়েছিল যাতে করে কেউ দমকল বাহিনীকে খবর না দিতে পারে। কোন মতে খবর পেয়ে গেলেও দমকল বাহিনী যাতে আগুন নেভাতে আসতে না পারে সেজন্য ওরা চারপাশের রাস্তায় ছিনতাইকারী ট্রাক দিয়ে

www.pathagar.com

ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছিল। একাডেমীর এতিমরা নির্বাক চোখে চেয়ে দেখেছে কিভাবে তাদের আশ্রয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের জিঘাংসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছাত্ররা নিজেদের পাঠ্যপুস্তক তো দূরে থাক এমন কি কুরআন-হাদীসের গ্রন্থগুলো পর্যন্ত আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।

ফেনীতে বি.এন.পি ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের বাসভবন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালানো হয়েছে। এমনকি কুলখানি অনুষ্ঠানেও হামলা চালাতে দ্বিধা করেনি ওরা। লক্ষ্মীপুর ও ফেনীতে সন্ত্রাসী ধরার নামে বি.এন.পি ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার চলছে। নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া ও বরিশালে বি.এন.পি'র মিছিল ও কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। দিনাজপুরে বি.এন.পি নেত্রী খুরশীদ জাহানের প্রাণহানির অপচেষ্টা করা হয়। বরিশালে ছাত্রসমাজ নেতা ফয়সালের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাটসহ সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের হামলায় কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। প্রতিনিয়ত আসছে নতুন নতুন স্থানে হামলার খবর। অনেকক্ষেত্রে পুলিশও এসব হামলায় ছাত্রলীগের সাথে অংশ নিচ্ছে।

সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে দেশব্যাপী পুলিশী অভিযান চালিয়ে তিন শতাধিক বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী ও নিরীহ ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সারাদেশে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বাসবভবন, ছাত্রাবাস, আবাসিক হল ও হোস্টেলগুলোতে অব্যাহত পুলিশী অভিযান চালানোর মাধ্যমে দেশব্যাপী এক চরম আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কলেজ, মহসীন কলেজ ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা হল থেকে ছাত্রদের বের করে দিয়ে সেখানে পুলিশী ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এমন সময় এই ন্যাক্কারজনক কাজ করা হয়েছে যখন ছাত্রদের সকল বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ফলে অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষাজীবন এখন অনিশ্চয়তার মুখে।

আমরা পুলিশ ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের যৌথ অভিযানে ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতে ইসলামী যে বর্বর হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে তার একটি তালিকা আমরা তুলে ধরছি ঃ

তারিখ	স্থান	বিবরণ	গ্রেফতার	আহত	নিহত
১২.০৭.০০	চট্টগ্রাম	দোকানপাট ভাংচুর	২৫	৬	
১৩.০৭.০০	চট্টগ্রাম	জামায়াত অফিস, দোকানপাট ভাংচুর			১
১৩.০৭.০০	পাবনা	জামায়াত নেতা মাওলানা আব্দুস সোবহানের বাড়ি ও একটি গাড়ি ভাংচুর			
১৩.০৭.০০	বরিশাল, গাইবান্ধা (গোবিন্দগঞ্জ)	জামায়াত অফিস, শিবিরের বাসা, শহর আমীরের বাসা, দোকানপাট ভাংচুর			
১৩.০৭.০০	নারায়ণগঞ্জ	জামায়াতের পৌরসভা অফিস ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ			
১৩.০৭.০০	ইউনানী আয়ুর্বেদী কলেজ	কলেজ ক্যাম্পাসে হামলা, হোস্টেল ভাংচুর	১১	৭	

www.pathagar.com

তারিখ	স্থান	বিবরণ	গ্রেফতার	আহত	নিহত
১৩.০৭.০০	বাগেরহাট	শিবির অফিস ভাংচুর, লুটপাট		১	
১৩.০৭.০০	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৮টি কক্ষ ভাংচুর		১	
১৪.০৭.০০	সুনামগঞ্জ,গাইবান্ধা (সুন্দরগঞ্জ)	দোকানপাট, কলেজ হোস্টেলের রুম ভাংচুর ও থানা অফিস ভাংচুর	৬	৩	
১৪.০৭.০০	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ	৮টি কক্ষ ভাংচুর			
১৪.০৭.০০	বরিশাল মেডিকেল কলেজ	১৫টি কক্ষ ভাংচুর			
১৪.০৭.০০	ভোলা (চরফ্যাশন, দৌলতখান)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর, লুটপাট			
১৪.০৭.০০	বি. বাড়ীয়া	কলেজে হামলা		৪	
১৫.০৭.০০	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়		৪৮		
১৫.০৭.০০	রাজশাহী মহানগরী		১		
১৫.০৭.০০	মিরসরাই, চট্টগ্রাম			৫	
১৫.০৭.০০	সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	১০টি কক্ষ ভাংচুর		১০	
১৫.০৭.০০	খুলনা মহানগরী	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর, গুলিবর্ষণ			
১৫.০৭.০০	ঝালকাঠি (রাজাপুর)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর			
১৫.০৭.০০	বরগুনা	থানা আমীরের ওপর হামলা		১	
১৬.০৭.০০	রংপুর	শিবির অফিস ভাংচুর		১২	
১৬.০৭.০০	রংপুর মেডিকেল কলেজ	ভাংচুর, লুটপাট	৮		
১৬.০৭.০০	ঢাকা জেলা (নবাবগঞ্জ)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর			
১৬.০৭.০০	কিশোরগঞ্জ (নিকলী)		২		
১৭.০৭.০০	মাগুরা	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর	১১		
১৭.০৭.০০	মেহেরপুর	জামায়াত অফিস ভাংচুর		১০	
১৭.০৭.০০	সাতক্ষীরা		১		
১৭.০৭.০০	যশোর		১		
১৮.০৭.০০	দিনাজপুর	জামায়াত অফিস, শিবিরের অফিস,	২৯	৫	
১৭.০৭.০০	শরিয়তপুর (ভেদরগঞ্জ)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর			
১৯.০৭.০০	বগুড়া	মেডিকেল কলেজের হোস্টেল কক্ষ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ	২৫	৭	

www.pathagar.com

তারিখ	স্থান	বিবরণ	গ্রেফতার	আহত	নিহত
১৯.০৭.০০	সিরাজগঞ্জ	শিবিরের বাসা ভাংচুর	৪		
১৯.০৭.০০	পটুয়াখালী (বাউফল, গলাচিপা), নরসিংদী, জয়পুরহাট (পাঁচবিবি)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর		১	
১৯.০৭.০০	রংপুর			৩	
১৯.০৭.০০	বগুড়া			৪	
১৯.০৭.০০	জামালপুর	শিবির অফিস ভাংচুর			
২০.০৭.০০	কুমিল্লা		৩		
২০.০৭.০০	মাদারীপুর	শিবির অফিস ভাংচুর, লুটপাট			
২০.০৭.০০	চট্টগ্রাম		৮		
২১.০৭.০০	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়		৪		
২১.০৭.০০	কুষ্টিয়া (ভেড়ামারা)	শিবির অফিস ভাংচুর		১	
২১.০৭.০০	পিরোজপুর	জামায়াত অফিস ভাংচুর			
২১.০৭.০০	হবিগঞ্জ			৩	
২১.০৭.০০	কক্সবাজার		৭		
২১.০৭.০০	বান্দরবান	জামায়াত অফিস ভাংচুর			
২২.০৭.০০	হোমিও মেডিকেল কলেজ	কলেজ ক্যাম্পাসে হামলা		৫	
২২.০৭.০০	লক্ষ্মীপুর	জামায়াত অফিস, দারুল আমান একাডেমী, এতিমখানা ভাংচুর অগ্নিসংযোগ			
২২.০৭.০০	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্রাবাস এবং এলাকার বাড়ি-ঘর হামলা, ভাংচুর	৭		
২২.০৭.০০	গোপালগঞ্জ		১		
২২.০৭.০০	মানিকগঞ্জ(হরিরামপুর)	দারুল ইসলাম একাডেমীতে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ			
২২.০৭.০০	মৌলভীবাজার(বড়লেখা)	জামায়াত-শিবির অফিস ভাংচুর			
২৩.০৭.০০	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়		১		
২৩.০৭.০০	নোয়াখালী	জামায়াত অফিস, মাদ্রাসা হামলা, ভাংচুর			
২৩.০৭.০০	মিরপুর, ঢাকা		৩		
২৩.০৭.০০	সাভার		৯		
২৩.০৭.০০	চট্টগ্রাম(বাঁশখালী)		২		
২৬.০৭.০০	দিনাজপুর	জামায়াত অফিস হামলা, ভাংচুর		১২	১

www.pathagar.com

জননিরাপত্তা আইনে মামলা

চট্টগ্রাম-৩০ জন, দিনাজপুর-২০ জন, বগুড়া-২৬ জন

শুধু জামায়াত, শিবির এবং বিরোধী দলই নয় মোদ্দা কথা হলো আওয়ামী সন্ত্রাসীদের কারণে দেশের জনগণের জান- মাল এখন আর নিরাপদ নয়। ব্যবসায়ী শিপু নিহত হয়েছেন আওয়ামী এম. পি কামাল মজুমদারের ছেলের হাতে। আওয়ামী নেতা আব্দুল কাদেরের নিয়োগ করা সন্ত্রাসীরা ধর্ষণের পর হত্যা করেছে তরুণী রুশদানিয়া বুশরাকে। প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় চীফ হুইপের সন্তানরা বাড়ি দখল করছে। এমনকি মোহাম্মদপুরে কবরস্থানে দখলের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটিয়েছে। আওরঙ্গ, লিয়াকত ও হান্নানসহ আওয়ামী ছাত্রলীগ, যুবলীগ সন্ত্রাসীদের কারণে ঢাকা মহানগরীর জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন কোন দিন নেই যেদিন পত্রিকার পাতায় অসহায় মা-বোন, পিতা-ভাইয়ের করুণ আহাজারী চোখে পড়ে না। প্রবীণ জননেতা ও ভাষা সৈনিক অলি আহাদেরও প্রাণনাশের হুমকি এবং ডি. এল অফিসে হামলা হয়েছে। বি. এম. কলেজে ছাত্রী হলে হামলার মতো ঘৃণ্য ঘটনাও ঘটিয়েছে ছাত্রলীগ। ২ জুন ২০০০ শিক্ষা ভবনে টেন্ডার ও চাঁদাবাজি করার সময় গণধোলাই খেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শফিক গ্রুপের শফিকসহ কয়েকজন ক্যাডার। এছাড়াও স্কুল ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায়ে ছাত্রলীগের পারদর্শিতার কথা কারো অজানা নয়। একদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাছের মায়ের পুত্রশোক ভূমিকা অপরদিকে যশোরে দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে সাহসী সাংবাদিক শামসুর রহমানকে গুলি করে হত্যার ঘটনা প্রমাণ করছে এ সরকার সন্ত্রাস দমনে নয়, সন্ত্রাস লালনেই সক্ষম হয়েছে। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে ওরা এখন চড়াও হয়েছে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের ওপর। সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে দেশ। আর সন্ত্রাসীরা সরকার ও পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে ঘোরাফেরা করলেও সন্ত্রাসী খোঁজার জন্য মাটির নিচে যেতে হচ্ছে, কারণ সন্ত্রাসীরা সবাই আওয়ামী লীগের।

ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলের খতিয়ান

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের অন্তঃকোন্দল কোন নতুন ঘটনা নয়। অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিভিন্ন গ্রুপ উপগ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে হত্যা সন্ত্রাস চাঁদাবাজি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ডাকাতি, ঠিকাদারি ও দখলবাজির মাধ্যমে চট্টগ্রামসহ গোটা দেশকে করেছে বারবার অশান্ত। সামান্য স্বার্থের বিঘ্ন ঘটলেই চলেছে হত্যাযজ্ঞ, রক্তের বন্যায় খেলেছে হোলি খেলা। এসব এ সকল গ্রুপ, উপগ্রুপগুলো কখনোও কারোর চরম শত্রু আবার কখনও অন্য কোন গ্রুপের সহযোগী। ১২ জুলাইয়ের ঘটনার আগ পর্যন্ত মাত্র একমাসে আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগের ১৬ জন খুন হয়েছে। নিম্নে তাদের অন্তর্দলীয় কোন্দলের একটি খন্ড চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক।

www.pathagar.com

গত ১ বছরে চট্টগ্রামে নিজেদের মধ্যে মারামারিতে নিহত হয়েছে প্রায় ১০০ আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী। ১৯ সেপ্টেম্বর'৯৯ ফটিকছড়িতে তৈয়ব গ্রুপের হাতে টিপু গ্রুপের প্রধান রাশিদুল আনোয়ার নিহত হয়। ১৬ মার্চ ২০০০ ঈদুল আজহার আগের দিন আ. জ. ম. নাসির গ্রুপ কাদের গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ১ জন। এ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে ঈদের দিনবাগত রাতে নৃশংসভাবে আরো একজনকে জবাই করে হত্যা করা হয়। এম. ই. এস. কলেজের জি. এস. কায়সার দলীয় কোন্দলের স্বীকার হয়ে কানা বক্কর গ্রুপের হাতে নিহত হয়। কমার্স কলেজে ছাত্রলীগের আ. জ. ম. নাসির ও কাদের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে খুন হয় আরো তিনজন। পশ্চিম বাঁকালিয়ার ডি. সি. রোডে চাঁদাবাজির ঘটনায় দুই উপদলের কোন্দলে নিহত হয় শহীদ নামে অপর এক ক্যাডার। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক এলাকায় ছেঁড়া আকবর ও তাহের গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় দু'জন, আহত হয় অর্ধ শতাধিক। ১১ জুলাই ২০০০ ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের দুটি ক্যাডার গ্রুপ টিপু ও তৈয়ব গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে তৈয়ব গ্রুপের ৩ জন ক্যাডার নিহত হয়। ১২ জুলাই ছিল চট্টগ্রাম পলিটেকনিকের সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ছাত্রলীগের আ. জ. ম. নাসির গ্রুপ নিজেরা প্যানেল দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ছাত্রলীগের ছেঁড়া আকবরের নেতৃত্বাধীন অপর একটি গ্রুপকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে চলতে থাকে চাপা উত্তেজনা। যারই ফলশ্রুতি ১২ জুলাই এর হত্যাকান্ড। এ ঘটনায় যে কয়জন নিহত হয়েছে সবাই আ. জ. ম. নাসির গ্রুপের। হত্যাকান্ডের পরপরই ছাত্রলীগ এই দু:খজনক ঘটনার জন্য অতীতের ন্যায় জামায়াত ও শিবির এবং ছত্রদলকে দায়ী করেছে। ছাত্রলীগের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন স্থানীয় এবং জাতীয় দৈনিক সমূহে ঘটনার জন্য শিবির ও ছাত্রদলকে দায়ী করে হেডলাইন করে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলের বিষয়টিও চিহ্নিত করেছে। এমন কি পুলিশ কমিশনার টি. আই. আহমেদুল হক এ হত্যাকান্ডে ছাত্রলীগের অন্তঃকোন্দল রয়েছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে প্রথম আলো পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন।

ছাত্রলীগের অন্তঃকোন্দল কেবল চট্টগ্রামেই নয়। সারাদেশেই চলছে ওদের দ্বন্দ্ব সংঘাত। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের কবলে পড়ে পরিণত হয়েছে ডাকাতদের গ্রামে। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, ছিনতাই, হল দখল এখন ছাত্রলীগের রুটিন ওয়ার্ক। গত ২৮ জুন সূর্যসেন হলে, ৪ জুলাই জহুরুল হক হলে এবং ১১ জুলাই আই, ই. আর এর বাথরুমে ছাত্রীদেরকে ধর্ষণ করেছে ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনী। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বেই এখন দুটি পৃথক গ্রুপ রয়েছে, যারা প্রায়শই একে অপরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। ৮ জুলাই সলিমুল্লাহ হলে বাগেরহাট গ্রুপ ও মাদারীপুর গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজির কবলে পড়ে সাধারণ ছাত্ররা হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ৯ জুলাই এফ রহমান হলে শরীয়তপুর গ্রুপ ও বাগেরহাট গ্রুপের হল দখল নিয়ে সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে '৯৯ সালের মে মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমানত হলের সহসভাপতি সাইফুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়। মামুন গ্রুপের হাতে বাবু গ্রুপের কৃষ্ণ গোপাল নির্মমভাবে আহত হয়ে এখন পঙ্গুত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছে। ১৪ আগস্ট'৯৯ আমানত হলকে কেন্দ্র করে আ. জ. ম. নাসির গ্রুপ বাবু গ্রুপের সংঘর্ষে পাঁচজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয় এবং মাসাধিককাল ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। এখন আ. জ. ম. নাসির গ্রুপ, বাবু গ্রুপ এবং মামুন গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায়শই ছাত্রদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালনকারী ছাত্রলীগের মাস্তানদের পুরস্কৃত করে আমেরিকাতে পাঠানো হয়েছে। ছাত্রলীগের কিলার গ্রুপের হাতে ধর্ষক গ্রুপের আনন্দ খুন হয়েছিল দু'বছর আগে। কিলার গ্রুপ ও ধর্ষক গ্রুপের সন্ত্রাসী তান্ডবতা দীর্ঘদিন পত্রিকার পাতা দখল করেছিল।

শাহজালালের পুণ্যভূমি সিলেটে অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রলীগের বহিরাগত গ্রুপ ও ক্যাম্পাস গ্রুপের মধ্যে চলছে লড়াই। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজী ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ওরা। গত ৮ জুলাই ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা ও বন্টনকে কেন্দ্র করে শুরু করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এতে আহত হয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক।

১২ জুলাইয়ের হত্যাকান্ডের বিষয়ে একের পর এক সত্য বের হয়ে আসছে। পুলিশ তথ্য দিয়েছে যে ৬ জন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছে তাদের বহনকারী মাইক্রো বাসটিতে পাওয়া গেছে বেশকিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র। এমনকি ঐ মাইক্রো বাসটিও ছিল চট্টগ্রামের সালমা টেক্সটাইল থেকে ছিনতাই করা। অন্তর্দলীয় কোন্দলেরই ফল যে ১২ জুলাইয়ের ঘটনা তার প্রমাণ অজয় কর খোকনসহ ছাত্রলীগ এবং আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মেটানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশ ও গোয়েন্দা সূত্র পর্যন্ত বলছে তারা খতিয়ে দেখছে ঘটনাটি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফল কিনা। ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিভৎস রূপ বেরিয়ে আসছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে

গত ১৮ জুলাই দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ভয়াবহ রূপ ধারণ। মন্ত্রীর উপস্থিতিতে নেতাদের হাতাহাতি। রিপোর্টে বলা হয় চট্টগ্রামে চাঞ্চল্যকার 'এইট মার্ডার' ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত চট্টগ্রামে ছাত্রলীগকে একীভূত করে কমিটি গঠনের জন্য ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে নির্দেশ দেন। গত এক দশক ধরে কমিটি বিহীন চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কোন্দল নিরসনের জন্য ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক দফায় দফায় মিটিং করেও কমিটির কোন রূপ রেখা তৈরি করতে ব্যর্থ হন। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে গত ১২ জুলাই বহদ্দারহাটে আ. জ. ম. নাসির গ্রুপের ৬ ক্যাডার হত্যার সংবাদে জেলখানায় কাদের গ্রুপ মিষ্টি বিতরণ করে উল্লাস করে।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একুশে টি.ভি.কে দেয়া সাক্ষাৎকারে সন্ত্রাস ও বিদ্যুৎ খাতে তার সরকারের দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন। গত **২৫ জুলাই** পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় ছাত্রলীগের দুর্ধর্ষ ক্যাডার মাছ কাদের (আব্দুল কাদের) ও তার সহযোগী জালালকে মাদ্রাসা ছাত্র ফরিদ উদ্দীন বাবরকে অপহরণ করে ১০ লাখ টাকা মুক্তি পণ আদায়ের অপচেষ্টার অভিযোগে জননিরাপত্তা আইনের ৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১৪ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড আদেশ দেয়া হয়।

গত **১৪ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের** রিপোর্টে বলা হয় ছাত্রলীগের হল দখলের প্রতিযোগিতা চলে এলাকায় চাঁদাবাজির লক্ষ্যে। রিপোর্টে আরো বলা হয়- স্বাধীনতা উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতিতে এ পর্যন্ত ৬৪ জন শিক্ষার্থীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। গত **২৮ জুলাই দৈনিক সংবাদ** পত্রিকার রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়, আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগে চরম নেতৃত্ব সংকট দেখা দিয়েছে। ছাত্রদের ১১টি হলের ৪টি হলে ছাত্রলীগের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করছে না। পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি নেই ৮টি হলে। ছাত্র হলগুলোর ৮টি হলে ছাত্রলীগের প্রকাশ্য গ্রুপিং দ্বন্দ্ব রয়েছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে সক্রিয় গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে বাগেরহাট গ্রুপ, মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপ, থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপ এবং বরিশাল গ্রুপ। বাগেরহাট গ্রুপের নিয়ন্ত্রক ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এবং সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ খোকন। মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপের প্রতি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারীর আশির্বাদ রয়েছে। থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের নেতা হচ্ছেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক লিয়াকত সিকদার এবং সাজ্জাদ হোসেন। বরিশাল গ্রুপের ক্যাডার রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে শহীদুল্লাহ হলের শাহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ৮টি হলে গ্রুপিং দ্বন্দ্ব চলছে সেগুলি হলো, সলিমুল্লাহ হল, এফ. রহমান হল, সূর্যসেন হল, জিয়া হল, বঙ্গবন্ধু হল, জগন্নাথ হল, শহীদুল্লাহ হল এবং জসিম উদ্দীন হল।

ছাত্রলীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে কেবল গত এক মাসেই সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছে ১৬ জন। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত ৯০ জন। আহতের মোট সংখ্যা দুই শতাধিক। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে অন্তত ৫০টি বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট হয়। গত **১৭ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে** ছাত্রলীগের দুই নেতার প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আহত হয় পাঁচজন কর্মী। **২২ জুন বাগেরহাট চিতলমারী** থানার বড়বাড়িয়া এলাকায় ছাত্রলীগের পান্না বাহিনীর সংগে ওমর বাহিনীর সংঘর্ষে উভয় পক্ষে গুলিবিদ্ধ হয় ১১ জন। **২৫ জুন শরিয়তপুর সদর থানার তুলাসারে** ছাত্রলীগের দু গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে ১জন নিহত ও দশজন গুলিবিদ্ধসহ ২০ জন আহত হয়। ছাত্রলীগের স্থানীয় কমিটি গঠন নিয়ে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে এই সংঘর্ষ ঘটে। ছাত্রলীগের জাহিদ হাসান গ্রুপের সাথে আমিন উদ্দীন ফকির গ্রুপের সংঘর্ষকালে ঘটনাস্থলেই ফকির গ্রুপের মালাই ব্যাপারী নিহত হয়। **২৬ জুন নারায়ণগঞ্জে** ছাত্রলীগের ফাইটার সোহেল ও ফারুক

www.pathagar.com

গ্রুপের সংঘর্ষে মহিলাসহ পাঁচজন জখম হয়। ফেন্সিডিল খাওয়াকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ বাঁধে। **২৭ জুন কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম** থানার ধোপাখালি গ্রামে ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বে ১ জন নিহত ও ২০ জন গুলিবিদ্ধ হয়। **৩০ জুন মুন্সীগঞ্জ** সদর থানা গুহেরকান্দি গ্রামে সরকারী দলের দুই গ্রুপের তিনঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে ৬০ ব্যক্তি আহত হয়। এসময় ২২টি ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। **১ জুলাই চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে** ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে ১৫ জন জখম হয় ও চারজন গুলিবিদ্ধ হয়। **১১ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়িতে** তিনজন নিহত ও ১৫ জন গুলিবিদ্ধ হয়। ১৫ জুলাই এলাকায় প্রভাব বিস্তার ও চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে যুবলীগের দুই গ্রুপের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাঁধে। এ সংঘর্ষের জের ধরে ঐদিন ফেনী সদর থানার নেয়ামত গ্রামের যুবলীগ ক্যাডার জয়নাল আবেদীন হুমায়ুনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা গুলি করে হত্যা করে। **২৭ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকের** রিপোর্টে বলা হয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রলীগের দু'টি বিবদমান গ্রুপের সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়।

১৯৯৯ সালের ২৬শে মার্চ সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১জন নিহত হয়। গত ১৯৯৯ সালের ২৭শে মার্চ সিরাজগঞ্জে একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছে। গত '৯৯ সালের ২০শে মে বগুড়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগের ২জন নিহত হয়েছে। **১৯৯৯ সালের ১১ই জুলাই তেজগাঁও পলিটেকনিক** কলেজে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সোহেল নিহত হয়। এর কিছু দির আগে একই কলেজে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মনির হোসেন খুন হয়েছে। ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে তেজগাঁও পলিটেকনিক কলেজে ৩০শে মার্চ ২০০০ দিবাগত রাতে ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান জাহিদ নিহত হয়েছে।

শেষ করছি **১৯৯১ সালে স্বয়ং শেখ হাসিনার** উপস্থিতিতে লালদিঘীর ময়দানে মঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে বাবু গ্রুপের সাথে মহিউদ্দীন গ্রুপের এক রক্তক্ষয়ী বন্দুক যুদ্ধে মেধাবী ছাত্র মহসিনের নিহত হওয়ার ঘটনা দিয়ে। শেখ হাসিনা সেদিন জান বাঁচাতে পুলিশের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আওয়ামী হত্যাযজ্ঞের শিকার ইসলামী ছাত্রশিবির

একদিকে আওয়ামীলীগ মিথ্যাচার আর অপপ্রচার চালিয়ে শিবির কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। অপরদিকে বর্বরোচিত কায়দায় হত্যা করছে শিবিরের নেতা-কর্মীদের। ১৯৯৬ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ছাত্রলীগের মাস্তানরা এ পর্যন্ত খুন করেছে ২৩ জন শিবির নেতা-কর্মীকে। নিম্নে আওয়ামী বাকশালীদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার শিবির কর্মীদের একটি তালিকা তুলে ধরা হলো ঃ

১. ১৯৯৬ সালের ২৯ জুলাই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা নির্মমভাবে খুন করে শিবির কর্মী মোহাম্মদ শাহজাহানকে। এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী শাহজাহান পরীক্ষা দিয়ে নিজ রুমে ফেরার পথে এই হত্যার শিকার হন।

www.pathagar.com

২. '৯৬ সালের ৭ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার মৌলভী ফরিদ আহমদ কলেজে ছাত্রলীগের পৈশাচিক হামলার শিকার হয়ে খুন হন শিবির নেতা জয়নাল আবেদীন চৌধুরী। সন্ত্রাসীরা তার ডান হাতের কব্জি কেটে নিয়ে তার লাশের ওপর পৈশাচিক উল্লাস করে জয় বাংলা শ্লোগান দিতে দিতে চলে যায়।

৩. ২৬ সেপ্টেম্বর '৯৬ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজিবাদীরা হামলা চালিয়ে হত্যা করে শিবির নেতা আমিনুর রহমানকে। ঐদিন ছাত্রলীগের মাস্তানদের বর্বরোচিত হামলায় অর্ধশতাধিক শিবির কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়।

৪. '৯৭ সালের ৬ মার্চ আসরের নামাজ শেষে লজিং বাড়ি হতে বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে শিবির নেতা আবদুল মান্নানকে।

৫. ২৩ ডিসেম্বর '৯৭ কক্সবাজার সরকারী কলেজের সভাপতি শিবির নেতা আবু নাসের খুন হয় আওয়ামী বাকশালীদের হাতে।

৬. ২৩ মে '৯৮ সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে গভীর রাতে রুম থেকে ডেকে নিয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা পাখি শিকারের মতো গুলি করে হত্যা করে শিবির নেতা আবু নাসের হাসান হাসিবুর রহমান মিন্টুকে।

৭. '৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর ছাত্রলীগের মাস্তানরা আরেক দফা অপপ্রয়াস চালায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার। নিষিদ্ধ আন্ডার গ্রাউণ্ড পার্টির সহায়তায় রচিত ছাত্রলীগের এই বর্বরোচিত হামলায় খুন হয় শিবির নেতা মোহসিন কবির এবং আল মামুন।

৮. ২৬ অক্টোবর ১৯৯৯ এ শিবির নেতা শাহাবুদ্দিনকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে খুন করে কুমিল্লার গুণবতী কলেজে।

৯. মেধাবী ছাত্রনেতা এনামুল হক দুদু '৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর শিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনে যোগদান শেষে সিলেটে নিজ বাড়ীতে ফেরার পথে অপহরণের পর নৃশংস হত্যার শিকার হন।

১০. ১৫ মে '৯৯ শিবিরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অফিস সম্পাদক শিবির নেতা জোবায়ের হোসেনকে অপহরণের পর পাহাড়ের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগের খুনীরা।

১১. ২৫ মে '৯৯ শিবির কর্মী মুহিবুল করিম সিদ্দিকীকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তার বোনের বাসার সামনে থেকে হত্যা করে।

১২. ১৭ আগস্ট '৯৯ লক্ষ্মীপুর শহরে শিবির কর্মী কামাল হোসাইন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য অজু করতে উঠলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে।

১৪. ২১ অক্টোবর '৯৯ চট্টগ্রামে কর্মসূচি পালন করাকালে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন শিবির নেতা আনসার উল্লাহ তালুকদার।

১৫. ২৫ নভেম্বর '৯৯ সাতক্ষীরা আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল প্রথম বর্ষের ছাত্র শিবির কর্মী আলী মোস্তফাকে আওয়ামী নরঘাতকরা লাঠি, বোমা ও চাইনিজ কুড়ালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করে।

www.pathagar.com

১৬. ১৯ ডিসেম্বর '৯৯ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন শিবির নেতা রহিমুদ্দিন এবং মাহমুদুল হাসান।

১৭. ২৫ ডিসেম্বর '৯৯ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের বিতর্কিত নামকরণ আন্দোলনে পুলিশ ও ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন শিবির কর্মী আব্দুল মুনিম বেলাল।

১৮. ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০০ চট্টগ্রাম ডিসি রোডে কমিশনার অফিসের সামনে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে খুন করে শিবির কর্মী নও মুসলিম খাইরুল ইসলামকে।

১৯. ২০০০ সালের ৫ এপ্রিল ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া কলেজে। কলেজ সভাপতি শিবির নেতা জাহাঙ্গীর আলমসহ ৩০/৪০ জন আহত হয়। আহত শিবির নেতা জাহাঙ্গীর আলমকে অপহরণ করে বর্বরোচিত কায়দায় নির্মমভাবে আঘাত করে। আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার পরের দিন ৬ এপ্রিল তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

২০. ২০ জানুয়ারী ২০০০ শিবির নেতা সালাহ উদ্দীনকে অপহরণ করে নিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন করে হত্যা করে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা।

একটি আবেদন

সচেতন পাঠক, ওপরে আমরা জাতীয় পত্র-পত্রিকা এবং বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক কলামিস্ট ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরেছি। এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়েছে যে, ১২ জুলাই এবং গোপালগঞ্জের ঘটনার সাথে ইসলামী ছাত্রশিবির কিংবা জামায়াতে ইসলামীর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। তারপরও সরকার কেন একতরফাভাবে জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বারবার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি জানানোর পরও সরকার কেন সেদিকে পা না বাড়িয়ে অহেতুক জামায়াত ও শিবিরের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা এবং নির্যাতন চালানো হচ্ছে? কেন তালেবান, হরকাতুল জিহাদ, লিবিয়ার প্রসঙ্গ টানা হচ্ছে বারবার? এই শক্তিগুলো যদি কোন ধরণের বেআইনি সংগঠন হয়ে থাকে তাহলে এগুলোতো বাংলাদেশের জন্য কোন সমস্যার কারণ নয়। বাংলাদেশের সাথে এদের কোন সংঘাতও নেই। নেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এই শক্তিগুলো সমস্যা হতে পারে ভারতের জন্য কিংবা পাশ্চাত্য শক্তির জন্য। তাহলে একথা বলা কি অত্যুক্তি হবে আওয়ামী লীগ সরকার আসলে বাংলাদেশের জন্য নয় বরং ভারতের স্বার্থ পূরণ করার একটি সরকার হিসেবে কাজ করছে। ভারতীয় স্বার্থ এবং কূটনীতি বাস্তবায়ন করার জন্যই এধরনের জিগির তোলা হচ্ছে। উল্লিখিত শক্তিগুলোকে বাংলাদেশের শত্রু বানাতে চাইছে আওয়ামী লীগ সরকার। যাতে করে ভারত বাংলাদেশকে তার সম্প্রসারিত সীমান্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ভারতের বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষকে বাংলাদেশের দিকে

www.pathagar.com

ঠেলে দিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্সি যুদ্ধে বাংলাদেশকে জড়িয়ে ফেলার ভারতীয় ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে কাজ করছে আওয়ামীলীগ সরকার। প্রিয় পাঠক আজ বিশ্বের দিকে তাকালে আপনারা দেখবেন বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা ইহুদি-খ্রীস্টান-হিন্দু-বৌদ্ধ অক্ষশক্তির হাতে মার খাচ্ছে। কাশ্মীরের মুসলমানরা নির্বিচারে মারা যাচ্ছে ভারতীয় হানাদারদের হাতে। রাশিয়ায় খুন হচ্ছে চেচেন মুসলমানরা। চীনের সিংকিয়াংএ ঝরছে মুসলমানদের রক্ত। সার্বিয়ার হায়েনারা ইউরোপের কসভোতে মুসলমানদের হত্যা করছে পৈশাচিক কায়দায়। ভারতে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্ত নিয়ে চলছে হিন্দুদের হোলিখেলা। বস্তুত আজ শয়তানের উত্তরসূরী পাশ্চাত্য এবং বর্বর পৌত্তলিক হিন্দু ও মঙ্গলগোষ্ঠী মুসলমানদের হত্যায় মেতে উঠেছে। কোথাও একটি মুসলিম দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলেই তাকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে একঘরে করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। ভারত কিংবা ইসরাইল পারমাণবিক বোমা বানালে অপরাধ নয়, কিন্তু পাকিস্তান আর ইরান সে চেষ্টা করলে অপরাধ! এই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের রাজনীতি কি ভারত আর পাশ্চাত্যের রাজনীতির পরিপূরক হয়ে উঠছে? পাশ্চাত্যের কোথায় কোন ঘটনা ঘটলে তার দায়ভাগ চাপানো হয় তালেবান, লাদেন কিংবা ইরাক ও লিবিয়ার ওপর। একই কায়দায় আওয়ামীলীগ সরকারও বাংলাদেশে কাজ করছে। তালেবান, তথাকথিত হরকাতুল জিহাদ কিংবা লাদেন বাহিনীর কোন তৎপরতা বাংলাদেশে নেই, থাকার কথাও নয়। তারপরও সরকারের পক্ষ থেকে খোদ এধরনের মিথ্যা অপপ্রচারের জন্য আওয়ামী লীগের লাভ কি? ভারত এবং পাশ্চাত্যকে খুশি করা? কিন্তু তার কি অন্য উপায় নেই? দেশকে বহির্বিশ্বের কাছে একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তা করতে হবে? আসল কথা হচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের মানুষের মুসলমানিত্বের পরিচয়কে ঘুচিয়ে দেয়ার এক সুদুর প্রসারী এসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। আর এদেশে যেহেতু ইসলামপন্থী ব্যক্তিরাই ইসলামের জন্য সবচেয়ে সোচ্চার এবং আওয়ামী লীগের খাহেশ বাস্তবায়নে প্রধান বাঁধা তাই ইসলামপন্থীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মাধ্যমে দেশ থেকে ইসলামকে মিটিয়ে ফেলার তাদের ষড়যন্ত্রকেই বাস্তবায়ন করতে চায়। সচেতন পাঠক আপনাদের কাছে আমরা আবেদন রাখতে চাই এই বলে যে, জামায়াত কিংবা শিবির যারা করে তারা বাইরের কোন লোক নয়। এদের কেউ আপনাদের ভাই, কেউ আপনাদের সন্তান, কেউবা আপনার প্রতিবেশী। আপনারা ওদেরকে দেখে সিদ্ধান্ত নিন যারা জামায়াত ও শিবিরের সাথে কাজ করে তারা কি ধরনের লোক। কোন অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। ■

সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত
মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী
আল-কুরআন

www.pathagar.com

র্মম! কি নৃশংস! এই জঘণ্য তাণ্ডবতার কি কোনই বিচার নেই?

য়, মাথায় ও পিঠে মারাত্মক আঘাত নিয়ে হাসপাতালে
ন নাটোরের শিবির নেতা আনোয়ার সা'দাত টুটুল

পিরোজপুরে তিন তলার ছাদ থেকে ফেলে দেয়া হয় শিবির কর্মী শাহাদাৎ হোসাইনকে

র্মী সন্দেহে নির্মম নির্যাতনের
টার্ণ প্লাজা মসজিদের খতিব ও
লা ইমাম সমিতির সেক্রেটারী
াসুদুর রহমান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের গুলি দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলো শিবির নেতা মোহাম্মদউল্লাহর

ছাত্রলীগের নৃশংস হামলায় মুমুর্ষ শিবির কর্মী দিনাজপুর সঃ কলেজের মেধাবী ছাত্র শফিকুল আলম জুয়েল

ঢাকার রাজপথে প্রতিবাদে মুখর সর্বস্তরের ছাত্র সমাজ

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, প্রকাশকাল ঃ ৯ আগষ্ট ২০০০, শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৪ টাকা